ভৈষজ-সার-সংগ্রহ।

তন্ত্র ও যোগিসন্ন্যাসিপ্রভৃতি মহল্লোক
হইতে প্রাপ্ত ও অধিকাংশই
পরীক্ষিত

মহৌষধাবলী।

শ্রীঅখিলচন্দ্র রায় কর্ত্তৃক
সংগৃহীত।

"অথবা কৃতবাগ্দ্বারে বংশেঽস্মিন্ পূর্ব্বসূরিভিঃ।
মণৌ বজ্রসমুৎকীর্ণে সূত্রস্যেবাস্তি মে গতিঃ॥"

কলিকাতা,

৩০/৫ মদনমিত্রের লেন, নব্যভারত-প্রেসে
শ্রীভূতনাথ পালিত দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত
১৩১২

মূল্য ॥০।

উৎসর্গ পত্র।

বন্ধুবর শ্রীযুক্ত বাবু দেবীপ্রসন্ন রায় চতুর্ধুরীণ

মহাশয় করকমলেষু ;

কলিকাতা।

প্রিয় দেবীবাবু,

আমি কখনও ভাবিয়াছিলাম না যে,এই ক্ষুদ্র ভেষজ-সার-সংগ্রহখানি মুদ্রাঙ্কিত করিব। গত ৺শারদীয় দুর্গা পূজার পর-ক্ষণে ৺শ্রীক্ষেত্র হইতে প্রত্যাগমন কালে, আপনার সহিত সাক্ষাৎ হয় এবং তখন আমার বহুকালাবধি ঔষধ-সংগ্রহ একখানি হস্তলিপির কথা উল্লেখ করায় ও আপনি তৎপূর্ব্বে তাহার কতক ঔষধের গুণের বিশেষ পরিচয় পাওয়া বিধায়, ঐ সংগ্রহ খানি মুদ্রাঙ্কন করিতে অতিশয় আগ্রহ প্রকাশ করেন। তাহাতেই উহা আনন্দের সহিত মুদ্রিত করাইলাম। আপনি আমার যে অপরিসীম ও অনির্ব্বচনীয় উপকার করিয়াছেন ও করিতেছেন, তাহা এ জীবনে অপরিশোধনীয়। তবে আপনার কথঞ্চিৎ মনস্তুষ্টির জন্য এই ক্ষুদ্র ভেষজ-সার-সংগ্রহখানি আন্তরিক ভক্তির সহিত আপনার করকমলে অর্পণ করিলাম।

এই ভেষজ-সার-সংগ্রহ খানি ক্ষুদ্র হইলেও, অতিশয় ধৈর্য্যের সহিত প্রায় ২৫ বৎসর কাল ধীরে ধীরে পরীক্ষা করিয়া, ইহাতে ঔষধগুলি সন্নিবেশিত করিয়াছি। ইহার অধিকাংশই নানাবিধ তন্ত্র হইতে ও কোন প্রসিদ্ধ ও শ্রদ্ধেয় সন্ন্যাসীর মুখ-নিঃসৃত বাক্যাবলী হইতে সংগৃহীত এবং অল্পাংশ মাত্রই কতিপয় বিশ্বাসী বন্ধুবর্গের প্রদত্ত ও অনেক ঔষধই আমার নিজের বিশেষ পরীক্ষিত টোট্‌কা ঔষধ বলিয়া জানিবেন। এবং আনন্দের সহিত জ্ঞাপন করিতেছি যে, ইহার বহু ঔষধ দ্বারা বহু লোকের পীড়ার কষ্ট বিদূরিত এবং মহদুপকার সাধিত হইয়াছে। এই সংগ্রহ খানি আমার বড় আদরের ধন। ইচ্ছা ছিল না যে, মুদ্রিত করিয়া সর্ব্বসাধারণের নিকট প্রকাশ করি, কিন্তু আপনার আগ্রহাতিশয্যে এবং আমার জীবনও ক্রমে সেই অলঙ্ঘনীয় মৃত্যুর দিকে বেগে ধাবিত হইতেছে মনে করিয়া, সর্ব্ব-সাধারণের কিঞ্চিৎ উপকারেরও প্রতিবন্ধকতা জন্মান অন্যায় বিবেচনায় ইহা মুদ্রিত, ও প্রকাশিত করাইলাম।

ইচ্ছা ছিল, এই পুস্তকখানি বিনামূল্যে বিতরণ করিব, কিন্তু তাহা হইলে সর্ব্বসাধারণের হস্তে পতিত না হইয়া পরিচিত বন্ধুবর্গের হস্তেই এই সংগ্রহ খানি পতিত হইবে, তাই খরচের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া অল্পমূল্য নির্দ্ধারণ করিলাম।

দয়াময় দীনবন্ধু হরির নিকট এই প্রার্থনা যেন ইহা

দ্বারা বহু লোকের উপকার সাধিত হয়। সর্ব্বসাধারণের নিকট আমার এই বিনীত প্রার্থনা যেন তাঁহারা এইটী মনে রাখেন যে, একমাত্র ঈশ্বরে ভক্তি রাখিয়া ভক্তিভাবে প্রশান্ত মনে ঔষধ সেবন করিলেই আশানুরূপ সংগ্রহোক্ত ফললাভ হইতে পারে। ঈশ্বরে ভক্তি না রাখিয়া কেহই কোনও বিষয়ে কোনও ফলের আশা করিতে পারেন না।

আপনার স্নেহের—
শ্রীঅখিল চন্দ্র রায়।

বরিশাল
২২শে মাঘ, ১৩১২

সূচীপত্র।

ভৈষজ-সার-সংগ্রহ।

ঔষধ ভক্ষণে নক্ষত্র প্রশস্ত।

নিম্নলিখিত নক্ষত্রে ঔষধভক্ষণ বিধেয়।

১। মৃগশিরা, হস্তা, জ্যেষ্ঠা, মূলা, বিশাখা, অনুরাধা, ধনিষ্ঠা, শতভিষা।

সমস্ত ঋতুতে ঔষধের ফল-মূল-ইত্যাদি সংগ্রহ করা বিধেয় নহে।

নিম্নলিখিত ভিন্ন ভিন্ন ঋতুতে ফলমূল ইত্যাদি সংগ্রহ করা উচিত।

১। শরৎ ও হেমন্তকালে বল্কল ও মূল, শিশিরে ফল ও মূল, বসন্তে পুষ্প ও পত্র, গ্রীষ্মে ফল ও বীজ ও বর্ষাকালে বৃক্ষ গ্রহণ করিবে।

দিবার পূর্ব্বাহ্ণে বসন্ত, মধ্যাহ্নে গ্রীষ্ম, অপরাহ্ণে বর্ষা, রাত্রির প্রথমভাগে শরৎ, মধ্যভাগে হেমন্ত, শেষভাগে শিশির। দিবা ও রাত্রি দশ দণ্ড করিয়া এক এক ঋতু।

জ্বরাধিকারে।

১। লাটার শাঁস।০ গোলমরীচ /১০, আনা। ১৪টী বটী ৭দিন জলদ্বারা সেব্য।

২। আফিং ৶০ আনা, জাতিফল ।/০ মিঠাপানের বোঁটা

॥০ আনা বাটিয়া ১ রতি পরিমাণ বটিকা প্রস্তুত করতঃ গরম জল দ্বারা সেব্য। পথ্য খাজুরি গুড় ও মধু।

৩। নিমপত্র ১৭ তোলা, নিশিন্ধা ১৬ তোলা, ওকড়া ১৬ তোলা, সেফালিকা পত্র ১৬ তোলা, বিল্বপত্র ১৬ তোলা, তুলসীপত্র ১৬ তোলা, চিরতা ১৬ তোলা, আদা ১৬ তোলা, একত্রে উত্তমরূপ ছেঁচিয়া তেনার পুটুলি করিয়া একটী হাঁড়ির মধ্যে পাকা /৪ সের জল দিয়া উক্ত পুটুলি রাখিয়া হাঁড়ির মুখ সরা দিয়া বন্ধ করিয়া জ্বাল দিবে। পাক শেষ /১ সের থাকিতে নামাইয়া সেব্য। ইহাতে জ্বর ও গাত্র বেদনা উভয়েরই উপকার হয়।

সন্নিপাত জ্বর।

১। ছোটচান্দের মূল, জল চোত্রার মূল, রসসিন্দূর সমভাগে জলদ্বারা বাটিয়া ২রতি পরিমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে, অনুপান জল। জলপট্টী মাথায় দিবে।

পালাজ্বর।

১। যে থানকুলি গাছ সুপারী গাছের মধ্যে হয়, তাহার শিকড় পানে করিয়া ঘরের ছাইনচায় পূর্ব্বমুখী হইয়া খাইবে।

২। একটা জীবিত ছারপোকা কলায় ভরিয়া খাইলেও পালাজ্বর ভাল হয়।

৩। ঢেঁকিলতার শিকড় হাতে বান্ধিয়া দিলে পালাজ্বরের উপকার হয়।

৪। সাদা ভাণ্ডিলের ৫।৭টা আগা ও ২।৩টা আইঠালির

পাতা (আশশেওড়া বা মটখিলা) একত্রে আধাছেঁচা করিয়া জ্বরের দিন ২।৩ ঘণ্টা পূর্ব্বে কিছু সময় আঘ্রাণ লইবে।

৫। সবুজ রংএর ঢেঁকির শাকের (লালডাঁটা ঢেঁকি অপ্রশস্ত) খুব নরম কুঁড়িপাতা ॥০ তোলা পরিমাণ হাতে রগড়াইয়া পাতলা পরিষ্কার নেকড়ার মধ্যে রাখিবে। উহা জ্বরের ২।৩ ঘণ্টা পূর্ব্ব হইতে বারম্বার ঘ্রাণ নিতে হইবে।

গাতাজ্বর।

৫। গিমাশাকের পাতা, জ্বাল দেওয়া ইক্ষুরস দ্বারা বাটিয়া বাসী জল দ্বারা সেব্য।

ত্র্যহিক জ্বর।

১। চারা পেয়ারা গাছের কুঁড়ী, পান ও ভাতের সহিত ডলিয়া খাইবে।

২। কলাগাছের কেঁছুয়া কলায় ভরিয়া খাইলে, ত্র্যহিক ও দ্ব্যহিক সমস্ত জ্বর আরোগ্য হয়।

৩। রোহিত মৎস্যের পিত্ত ৵০ আনা, স্বর্ণ-সিন্দূর ।০ আনা, হরিতাল ।০ আনা, আদার রসে বাটিয়া ২১টী বড়ি করিবে, অনুপান পোলতার রস, বৃহতীর রস ও মধু। জ্বরের পূর্ব্বদিন রাত্র ১ঘণ্টা থাকিতে খাইবে, প্রথম দিন ৪।৫টী খাইবে।

৪। সাদা ভাণ্ডিলের ৫।৭টা আগা ও ২।৩টা আইঠালির পাতা একত্রে আধাছেঁচা করিয়া জ্বরের দিন ২।৩ ঘণ্টা পূর্ব্বে আঘ্রাণ লইলে ত্র্যহিকজ্বর ভাল হয়।

প্লীহাজ্বর।

১। তামা ১ তোলা, শুণ্ঠী ১ তোলা, মরীচ ১ তোলা, গন্ধক ১ তোলা, কড়িভস্ম ১ তোলা, পিপুলি ১ তোলা, রস

১ তোলা, সোহাগা ১তোলা, জামিরের রস দিয়া বাটিয়া ৩ রতি প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে। অনুপান গোমূত্র ও গরম জল।

২। মানকচুর ডাঁটার মধ্যে ভরিয়া ॥০ আধতোলা হরিদ্রার গুঁড়া আগুনে পুড়িয়া খাওয়াইবে। এইরূপ ৭দিন খাওয়াইলে জ্বর ও প্লীহা নিশ্চয় আরোগ্য হইবে।

সর্ব্ব জ্বরাধিকারে। অমৃতরস আরক।

১। নিমছাল ৪, পানের বোঁট ৪, তুলসীপত্র ৪, নিসিন্ধা পত্র ৪, ওকড়াপাতা ৪, সেফালিকা পাতা ৪, বিল্বপত্র ৪, আদা ৪, চিরতা ৪, কুমরিয়ার মূল ৪, অনন্তমূল ৪ তোলা, সমুদয় কুচিকুচি করিয়া কাটিয়া পাকা /২ সের জল দিয়া জ্বাল দিয়া ৬০ তোলা থাকিতে নামাইয়া /০ এক ছটাক পরিমাণে খাইবে। ঔষধ সেবনের পর শৈত্যিক ব্যবহার করিবে।

২। বেলপাতা কতগুলি, বাসকপাতা কতগুলি, কেঁওকড়ার লতা পাতা কতগুলি, সেফালিকা পাতা কতগুলি, ভিন্ন ভিন্ন ছেঁচিয়া বিচা কলার পাতার উপর রাখিয়া ঐ কলার পাতা দিয়া ঢাকিয়া কড়াইতে এপিঠ ও ওপিঠ করিয়া ভাজিতে হইবে, যেন সিদ্ধ হয়, তৎপর প্রত্যেক পদ ভিন্ন ভিন্ন রূপ শিশিরে দিবে। প্রাতে প্রত্যেক পদের ১॥ তোলা রস মোট ৬ তোলা রস একত্রে খাইতে হইবে। তৎপর ৩ ঘণ্টা অন্তর ১ তোলা করিয়া প্রত্যেকের রস নিয়া মোট ৪ তোলা একবার খাইবে। এইরূপ প্রত্যহই নূতন প্রস্তুত করিয়া ২।৩ দিন খাইবে। এটী সন্ন্যাসি-দত্ত সর্ব্বজ্বরের অমোঘ ঔষধ।

১। মুসাব্বর ১ তোলা, হিরার কস ১ তোলা, রস্থন ১ তোলা। প্রথমোক্ত দুই পদ চূর্ণ করিয়া রস্থন দিয়া বাটিবেক। এই ঔষধে কয়েক দিন চলিবে। অল্প মাত্রায় দিবে। উদরে অসুখ থাকিলে কি হইলে ঔষধসেবন বন্ধ করিবে।

২। ত্রিফলা চূর্ণ ১২ তোলা, শুণ্ঠী ৪ তোলা, সিনকোনা-বার্ক ৪ তোলা, কলম্বা ৪ তোলা, রেউচিনি ৪ তোলা, জুলাফা ২, কালাদানা ২, জয়পাল বীজ ২, সৈন্ধব লবণ ৪, তেউড়িয়া ২, রক্তচিতা ৪ তোলা এবং গোচোনা /৬ সের, একত্রে লোহার কড়াতে এরূপভাবে জ্বাল দিবে যে নীচে না লাগে, নরম মাটীর ন্যায় হইলে নামাইবে। দাস্তের কয়েক পদ অগ্রে না দিয়া অন্য সকল ঔষধ জ্বাল দিবে, পরমান্নের ফুটের মত হইলে অর্দ্ধেক রাখিয়া দাস্তের ঔষধ দিয়া জ্বাল দিবে। কাদা মাটীর মতন হইলে নামাইয়া অপর অর্দ্ধেক জ্বাল দিবে। খাইবার পরিমাণ লোক বুঝিয়া /০ আনা কি /১০ আনা।

৩। শুষ্ক নখচিকৃনি (বানিয়াতি) ৩ মাষা, ইক্ষুগুড় ৬ মাষা একত্রে বাটিয়া এক বটী শীতল জল দ্বারা সেব্য। বয়স অনুসারে ২ বটী বা ১ এক বটী খাইয়া ৩ ঘণ্টা থাকিলেই প্লীহা যাইবে। বেশী কষ্ট বোধ হইলে গরম দুগ্ধ ও ভাত খাইবে, তাহা হইলেই কষ্টের লাঘব হইবে। নখচিকৃনি চাটিগাও পাহাড়ে পাওয়া চায়। সন্ন্যাসী বহিয়াছেন, অমোঘ ঔষধ।

৪। চিত্রকং মূলক পিষ্ট্বা কৃত্বা তু বটিকাত্রয়ং।
পক্ককদলী মধ্যে তু ভক্ষণাৎ প্লীহনাশনং॥

অর্থাৎ

চিতার মূল বাটিয়া ৩টী বটী করিবে। বটিকার পরিমাণ

১ রতি। পাকা কলার মধ্যে ভরিয়া এক একটী বটিকা এক এক দিন খাইবে। এইরূপ ২।৩ দিন সেব্য।

৫। পাকা মাখাল ফলের ২১টী আঠীর শাঁস যতটুক ওজনে, ততটুক হিং, উত্তমরূপে একত্রে বাটিয়া ২১টী বটি প্রস্তুত করিবে। প্রত্যেকে দিবস ৩ বটী সেব্য। ইহা এক সপ্তাহ সেবনোপযোগী ঔষধ। আবশ্যক হইলে উপরোক্ত নিয়মে আর এক সপ্তাহের ঔষধ প্রস্তুত করিয়া পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে সেবন করিবে। দুই সপ্তাহের বেশী ঔষধ সেবন করার আবশ্যক হইবে না। দুই সপ্তাহের ঔষধ এক কালীন প্রস্তুত করাই উচিত। ইহাতে শত ২ লোক প্লীহা ও যকৃত হইতে সত্বর আরোগ্য লাভ করিয়াছে। বিশেষ পরীক্ষিত। সন্ন্যাসি-প্রদত্ত প্লীহা ও যকৃতের অমোঘ ঔষধ।

প্লীহা, যকৃৎ ও পাতপ্লীহা।

৬। আমলকী, হরীতকী, বয়ড়া, প্রত্যেকের চূর্ণ ৪ তোলা, শুণ্ঠী চূর্ণ ৪ তোলা, সিন্‌কোনাবার্ক চূর্ণ ২ তোলা, সৈন্ধব লবণ ২ তোলা, রক্ত চিতার মূল চূর্ণ ১ তোলা, চোনা ⁄৪ সের লোহার কড়াতে রাখিয়া, তন্মধ্যে ২ তোলা চিরতা দিয়া জ্বাল দিয়া চোনা ⁄১ সের কমিলে চিরতা ছাকিয়া ফেলিয়া ঐ সমস্ত চূর্ণ দিয়া জাল দিবে। জলভাগ শুষ্ক হইয়া কর্দ্দমের ন্যায় (মোদক) হইলে নামাইবে। প্রথমতঃ ⁄ আনা ৩ দিন অন্তর ১ এক আনা বৃদ্ধি করিবে। শেষ সীমা ॥০ আনা। এই এক একবার। এইরূপ ১২দিন সেবন করিবে। শিশু অর্দ্ধ মাত্রা। ২৮ দিবসে নিশ্চয় আরোগ্য। একবার ঔষধ তৈয়ার করিলে ৩ মাস ভাল থাকিবে। ইহা সন্ন্যাসি-দত্ত।

৭। ক্ষালিয়া ওকড়ার মূল, মসূরির ডালের চোকলা একত্র বাটিয়া প্রলেপ দিলে প্লীহার উপকার হয়।

পাণ্ডপ্লীহা।

১। ত্রিকটু।৵০ আনা, ত্রিফলা।৵০ আনা, দন্তি ৵০ আনা,তেউরিয়া ৵০ আনা, কুড় ৵০ আনা, সৈন্ধব লবণ ১। তোলা চূর্ণ করিয়া,সেউজের কস দ্বারা বাটিয়া পরে সেউজের ডালে ভরিয়া মাটী লিপিয়া পোঁড়াইয়া রস পোড়া হইলে /০ এক আনা পরিমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে, অনুপান জল।

২। রস /০ এক আনা, গন্ধক /০ এক আনা, লৌহ /০ আনা, রূপা /০ আনা, সোণা /০ এক আনা, হরিতাল /০ আনা, দস্তা /০ আনা, কাঁসা /০ আনা, বঙ্গ /০ আনা, মুক্তা /০ আনা, প্রবাল /০ আনা, স্বর্ণমাক্ষী /০ আনা, মনঃশিলা /০ আনা, সোহাগা /০ আনা, কাংসমাক্ষী /০ আনা, কর্পূর /০ আনা, তামা /০ আনা, ভাবনা বাইনযষ্টি, বাসক, নিসিন্ধা, পান, জয়ন্তি, করল্লা পাতার রস, পোল্‌তা, ভৃঙ্গরাজের পাতার রস, পুনর্ণবা ও আদার রস, প্রত্যেক পদের ৭টী ভাবনা একুনে ৭০টী ভাবনা। অনুপান জিরার গুঁড়া ও মধু। ইহা পুরাতন জ্বর ও প্লীহার অব্যর্থ ঔষধ। এই ঔষধ সেবনে শরীর পুষ্ট ও সবল হয়।

৩। রাজ হংসের বিষ্ঠা, তুঁতিয়া পোড়া, পুরান দালানের চুণা, ছাগলের চোনা দিয়া বাটিয়া প্রলেপ দিবে। ঔষধের পরিমাণ, সমান।

৪। ছাতিয়ান ছাল, লেয়াচুণ, ছাগমূত্র দিয়া বাটিয়া প্রলেপ দিবে।

৫। ভোল কুমড়া ও গোল মরীচ বাটিয়া দিলে পাত-প্লীহা ভাল হয়।

৬। হিং।০ আনা, নীল।০ আনা, জৈন।০ আনা, জবক্ষার।০ আনা, সৈন্ধব লবণ।০ আনা, ভূই চাঁপার পাতা।০ আনা, ছাগের চোনা দ্বারা বাটিয়া প্রলেপ দিবে। প্রলেপ শুকাইলে চোনায় তেনা ভিজাইয়া প্রলেপের উপর দিবে।

কৃমি অধিকারে।

১। কদম পাতার রস ১ তোলা, আনারসের মাথি ১ তোলা মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইলে কৃমি বারণ হইবে।

২। বনবাড়ালির আঠী ৶৵০ আনা, মিছরী ৶৵ আনা ৩২ তোলা জল দ্বারা জ্বাল দিয়া ৮ তোলা থাকিতে নামাইবে। ইহা এক দিনের ঔষধ। এরূপ কয়েকদিন সেবন করিলে কৃমি নিশ্চয় আরোগ্য হইবে।

ওলাউঠা (অতিসার)।

১। কাছলার মূল করে বন্ধন করিলে অতিসার ভাল হয়।

২। আপাঙ্গের মূলের ছাল কিঞ্চিৎ জলের সহিত উত্তমরূপ পেষণ করিয়া রোগীকে খাওয়াইবে। রোগ বারণ হইলে পিপাসায় কয়েকটা গোলমরীচ খোলায় ভাঁজিয়া জলে ভিজাইয়া সেই জলপান করিতে দিবে। ইহাতে ওলাউঠা আরোগ্য হইবে।

৩। সিদ্ধি ১ শিলুম, গোলমরীচ ৭টা দ্বারা মটর প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে ওলাউঠা সাম্য হয়।

৪। ভাতের পাঁচফুটা জল ✓০ ছটাক, রসুন ১ তোলা,

হরিদ্রা চূর্ণ ।।০ তোলা মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে ওলাউঠা ভাল হয়।

৫। শ্বেত আকন ফুলের পাপড়ি ১টা, রসুন ১টা, হরিদ্রার গুঁড়া ।০ আনা, পাথর চূণার রস ⁄০ ছটাক, একত্রে ভাল রকম মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে ওলাউঠা আরোগ্য হয়।

৬। গোলমরীচ ৫টা, রসুনের রস ৪ ফোটা, পাথর চূণার রস ⁄০ ছটাক, ২ ঘণ্টা অন্তর কয়েক বার সেবন করিবে।

৭। শিয়াল বাথুয়ার মূল ও ভাঁটা পাতা একত্রে বাটিয়া একবারে ১।।০ তোলা সেব্য। এইরূপ এক ঘণ্টা অন্তর ৩।৪ বার সেবন করিবে।

৮। পাথর চূণার পাতার রস ⁄০ ছটাক, রসুনের রস ১ তোলা, আদার রস ১ তোলা, হরিদ্রার গুঁড়া ।০ আনা, এবং শ্বেত আকনের ফুলের পাপড়ি ১টা একত্র পেষণ করিয়া ১ বটী সেব্য। তৎপর ১ ঘণ্টা অন্তর ১ বার। এইরূপ ১ দিনে দুই বার সেব্য।

৯। মূলানি সহদেবায়াঃ কৃত্বা চ সপ্ত খণ্ডকং।
রক্তসূত্রৈঃ কটৌ বদ্ধা সর্ব্বাতিসারনাশনং ॥

অর্থাৎ

মামাসন্দেসের মূল সাত খণ্ড করিয়া লাল সূতার দ্বারা কটীতে বন্ধন করিলে সমস্ত অতিসার বিদূরিত হয়।

১০। পীত্বা তু সমভাগেন মধুনা তালমূলীকং
রক্তাতিসারক্ষয়কৃৎ নারিকেলজলং পিবেৎ ॥

অর্থাৎ

তালমূলী ও মধু সমপরিমাণে পান করনান্তর নারিকেলের জল পান করিলে রক্তাতিসার আরোগ্য হয়।

১। কজ্জলি ৵০ আনা, সোহাগার খৈ ⁄০ আনা, অভ্র ⁄০ আনা, একত্রে ভৃঙ্গরাজের রসে বাটিয়া ৩ রতি পরিমাণে বটিকা প্রস্তুত করিয়া, আহারের পর এক বার এবং পান খাওয়ার পর তিন বার সেব্য।

২। জৈন, কর্পূর, জায়ফল, আইঠালির পাতা, সমভাগে ত্রিফলার জলদ্বারা বাটিবে। বটিকা ৪ রতি পরিমাণ। ভাবনা ছাগদুগ্ধ দ্বারা ৭টা ও শুঁঠীর ৭টী, এবং হেলেঞ্চার ৭টী। অনুপান ত্রিফলার জল ও ছাপ চিনি।

৩। সোহাগা ১ তোলা, মিশ্রি ⁄০ ছটাক, কর্পূর ৸০ বার আনা ও জল ⁄১ সের মিশাইয়া একটী বোতল পূর্ণ করিয়া বোতলের মুখে পরিষ্কার বস্ত্র দিয়া প্রত্যহ ২ তোলা পরিমাণ ঢালিয়া খাইবে। ১ বোতলের বেশী খাইতে হইবে না। বোতলের মুখে কাপড় দিয়া ঢালিবার অর্থ এই যে, কর্পূর উপরে ভাসে, তাহা অনেক খাইলে অসুখ হয়। ইহাতে গ্রহণী নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। সন্ন্যাসি-দত্ত বিশেষ পরীক্ষিত ঔষধ।

৪। মুষ্টিযোগ। গম ১, লবঙ্গ ১, দারুচিনি১, চা-খড়ি ১, কুঙ্কুম ১ তোলা। প্রমাণ ৵০ আনা। জলদ্বারা সেব্য।

পিত্তাধিক্যে।

১। পুদিনাপাতা ২ তোলা, বড়এলাচির দানা ৩ মাষা, মৌরী ৬ মাষা, মিছরী ২ তোলা, গোলমরিচ ২ মাষা, আধসের জল দিয়া জ্বাল দিয়া পাঁচ ছটাক থাকিতে নামাইবে। এক একবার ২ তোলা। কলেরার রোগী হইলে, ১ ঘণ্টা অন্তর।

অপর রোগীর জন্য ৩ ঘণ্টা অন্তর সেবনের ব্যবস্থা। ইহাতে পিত্তাধিক্য ও বমন এবং হিক্কার বিশেষ উপকার হয়। সন্ন্যাসি-দত্ত পরীক্ষিত ঔষধ।

পিত্তশূলাধিকারে।

১। ছাতিয়ান গাছের বাকলের রস /৵০ অর্দ্ধ পোয়া, ছাগ-দুগ্ধ /৷৷০ সের, গোলমরীচ ১৮টী, প্রথমতঃ বাকল ও গোল-মরীচ একত্র বাটিয়া, পরে পাথরের বাটীতে ছাগদুগ্ধ সহিত উত্তমরূপ মিশ্রিত করিয়া শনি কি মঙ্গলবারে স্নান করিয়া ভিজা শরীর ও কাপড়ে একবার মাত্র সেবন করিবে। দধি, কাগজিলেবু ভিন্ন অন্য টক্ এবং শাক, বোয়াল মৎস্য ও পুঠী মৎস্য ও পেঁজ ভক্ষণ নিষেধ। ইহা পিত্তশূলের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

২। পুরাতন গুড় ১ তোলা, ত্রিফলা ৩ তোলা, লবণ পোড়া ১ তোলা, হেলেঞ্চার রসদ্বারা বাটিয়া /০ আনা পরিমাণ বটী। হেলেঞ্চার রস ও ছাগদুগ্ধ সহ পান করিবে।

৩। শুণ্ঠী, সোহাগার খৈ, কালা লবণ, শোধিত হিং, সমপরিমাণে লইয়া সজিনার গাছের শিকড়ের রস দিয়া বাটিয়া বুট প্রমাণ বড়ী শুখাইয়া খাইবে। ২ বেলা ২টী। বেদনা অবস্থায় ঈষৎ উষ্ণ জলে খাইবে।

নিম্নলিখিত উপায়ে হিং শোধিত করিবে। ময়দা ছানিয়া বাটী প্রস্তুত করিয়া তন্মধ্যে হিং ভরিয়া অল্প আগুনে দিয়া শক্ত হইলে ঐ গুলিটী আগুনে ফেলিয়া পোড়াইবে, ময়দা পোড়া হইলে, উঠাইয়া হিং বাহির করিয়া লইবে এবং ময়দার সঙ্গে যে হিং থাকিবে তাহাও লইবে। হিং শোধিত করিবার ইহাই সহজ উপায়।

পিত্তবিকারের তৈল।

১। নিম্ব পত্র /॥০ সের, নিসিন্ধাপাতা /॥০ সের, সজিনার ছাল /॥০ সের, বিশকাটালি /॥০ সের, জল ।৬ সের, পাক শেষ /৪ সের। তিল তৈল /১ সের, তুঁতিয়া ৪ তোলা, হরিতাল ৪ তোলা, মনঃশিলা ৪ তোলা, লঙ্কা মরিচ ৪ তোলা দিয়া জ্বাল

পিত্তবিকারাধিক্যে সেবনের ঔষধ।

২। হরীতকী ১, আমলকী ১, বয়ড়া ১, কাঁচা হরিদ্রার গুঁড়া ১, নিম্বপাতার গুঁড়া ১, একত্রে /২॥ সের গোচনায় জ্বাল দিয়া নরম থাকিতে নামাইবে। ইহার অর্দ্ধ তোলার সঙ্গে অর্দ্ধ তোলা ঘৃত মিলাইয়া প্রত্যেক দিন ২ বেলা খাইলে পিত্তবিকার ভাল হয়।

কফজ, পিত্তজ ও বাতজ চাকার চিকিৎসা।

১। কেচড়া শাক ৫, কেচকিপাতার মূল ৫, নিমপাতা ৫, নিসিন্ধা পাতা ৫, বিচি কলার মাইজ ৫, গোবর ৫, এই সমস্ত ছেঁচিয়া গোচোনা দিয়া জ্বাল দিয়া কাদা কাদা হইলে নামাইয়া ভেরণপাতার পুটলী ও তদুপরি নেকড়া দিয়া সেঁক দিবে।

অম্লপিত্তাধিকারে।

১। অভ্র ১ তোলা, রসসিন্দুর ১ তোলা, হরীতকী চূর্ণ ৩ তোলা, লৌহ ১ তোলা, হরীতকীর রস দিয়া বাটিয়া ৩ রতি প্রমাণ বটী, অনুপান ত্রিফলা।

অম্লপিত্তবেদনাধিকারে।

১। পুরাতন কাফিলা গাছের উপরের মরা ছাল ফেলিয়া মধ্যের ছাল বুট পরিমাণ ৭ খণ্ড, আস্তা পান ১টা, লবণ ।০ আনা এবং পেয়ারার কুঁড়ী পাতা ৭টা একত্র মিশ্রিত করিয়া স্নানান্তে ভিজা কাপড়ে চিবাইয়া একদিন একবার খাইবে। তৎপর কাফিলার উপর্য্যুক্ত ছাল বুট পরিমাণ ২ টুকরা প্রত্যহ পান খাইবার সময় তৎসঙ্গে খাইতে হইবে। পানের সহিত এইরূপ ২ মাস সেবন করিতে হইবে। কাগজি লেবু ব্যতীত অন্য টক্, শাক, বুটের ডাল এবং যাহাতে অম্ল বৃদ্ধি হয়, এরূপ আহার নিষেধ। মিছরী ব্যতীত অন্য মিষ্ট ভক্ষণ নিষেধ। ইহা অম্লপিত্ত বেদনার বিশেষ ফলপ্রদ জানিবে। বহু পরীক্ষিত।

শূলরোগাধিকারে।

১। হিং ১ তোলা, কালা লবণ ১, শুণ্ঠীচূর্ণ ১, সোহাগার খৈ ১ তোলা, সজিনার মূলের রসের দ্বারা বাটিয়া মটর পরিমাণ বটি ২ বেলা এক একটী জল দিয়া ১০ দিবস সেবন করিবে। হিং শোধিত করিয়া লইবে।

২। ত্রিফলা চূর্ণ ৩, গুড় ১, লবণ পোড়া ১ তোলা বাটিয়া /০ আনা প্রমাণ বটিকা। অনুপান, ছাগদুগ্ধ হেলেঞ্চার রস ও ছাপচিনি, কি ত্রিফলার জলে সেবন। ইহাতে শূল বেদনা ভাল হয়।

একশিরা বা কোকনালাধিকারে।

১। গজ পিপুলের দানা একটী একটু কলায় ভরিয়া প্রত্যেক অমাবস্যা ও পূর্ণিমাতে, ব্যারাম আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত খাইবে।

২। ২০ কি ২৫ বৎসরের সূতাকাটা চরখার লোহা, আমরুলি পাতার রসে ১৫ দিন ভিজাইয়া রাখিয়া ঐ লোহা দ্বারা অঙ্গুরি প্রস্তুত করিয়া পুনরায় ঐরূপ রসে ১৫ দিন ভিজাইয়া রাখিয়া যে দিকের কোষ বৃদ্ধি হয়, তাহার অপর দিকের পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলিতে ব্যবহার করিবে। মাঝে মাঝে ঐ অঙ্গুরিতে আমরুলি পাতার রস দিতে হইবে। একশিরার পক্ষে ইহা মহৌষধ জানিবে।

৩। যে দিকের কোষ বৃদ্ধি হয়, সেই দিকের অথবা দুই দিকের ফুলিলে দুই দিকেরই হাতের কবজায় বৃদ্ধ অঙ্গুলির নীচে যে স্থানে বাটীর ন্যায় খাত আছে, সেই স্থানে আঙ্গুল পরিমাণ মোটা দুই আঙ্গুল লম্বা দেশী সাবেকি কাগজের সলিতা রাখিয়া তাহা বাতির ন্যায় পুড়িলে সেই ধাপে ঐ বাটীর ন্যায় স্থানে একটু লাল দাগ হইবে। ইতিপূর্ব্বে ৪।৫টী আপাঙ্গের পাতা বাটিয়া একখানি কলার পাতের উপর ঢাকিয়া রাখিতে হইবে। বাটীর ন্যায় স্থান উপরোক্তরূপ পোড়া হওয়া মাত্র ঐ পাতা বাটা তাহার উপর কাদা কাদা করিয়া লাগাইয়া রাখিতে হইবে। প্রাতঃকাল হইতে সমস্ত দিন রাত্র ঐ পাতা বাটা লাগান থাকিবে। আবশ্যক হইলে পাতা বাটার উপর নেকড়া দিয়া বান্ধিয়া রাখিবে। তৎপর দিন প্রাতে পাতা বাটা ফেলিলে একটী ঠোষা পড়িবে। সেই ঠোষা ভাঙ্গিয়া ঘার উপর থানকুনি পাতার অমসৃণ পিঠ লাগাইয়া রাখিতে হইবে, তবেই ঘা শুখাইবে না। এইরূপ ভাবে ঘা ২০।২৫ দিন কি ১ মাস রাখিবে। তৎপর যেমন ঘা শুখাইয়া যাইবে, কোষ ফুলাও আরোগ্য হইবে। ইহা বিশেষ পরীক্ষিত একশিরা বা দুই কোষ বৃদ্ধির সন্ন্যাসিদত্ত মহৌষধ জানিবে।

৪। ঘৃতৈর্নীলোৎপলং পিষ্ট্বা লেপনাচ্চ কুরণ্ডতা।
অথবা লেপনং কুর্য্যাদ্ গৃহমণ্ডূকশোণিতৈঃ॥

বঙ্গানুবাদ—

ঘৃতে নীলোৎপল বাটিয়া কুরণ্ডে প্রলেপ দিবে অথবা ঘরে যে ব্যাঙ থাকে, তাহার রক্ত দ্বারা প্রলেপ দিলে আরোগ্য হইবে।

৫। এরণ্ডতৈলসংমিশ্রং কাসসং সৈন্ধবং পিবেৎ।
বস্ত্রেণ বৃষণং বদ্ধং কুরণ্ডজ্বরনাশনং॥

বঙ্গানুবাদ—

ভেরণ তৈলের সহিত হিরার কস ও সৈন্ধব মিশ্রিত করিয়া পান করিলে এবং বস্ত্র দ্বারা বাঁধিয়া রাখিলে কুরণ্ড ও তজ্জনিত জ্বর নষ্ট হয়।

৬। ব্রহ্মযষ্ট্যাস্তু মূলঞ্চ পিষ্ট্বা তণ্ডুলবারিণা।
সপ্তাহে চ হরেল্লেপাৎ কুরণ্ডগলগণ্ডকং॥

অর্থাৎ ব্রহ্মযষ্টির মূল আতপ চাউল ধোয়া জল দ্বারা বাটিয়া প্রলেপ দিলে কুরণ্ড ও গলগণ্ড বিদূরিত হয়। এইটি উত্তম ঔষধ।

রজঃস্বলা হওয়ার চিকিৎসা।

১। পারাবতের বিষ্ঠা মধুর সহিত পান করিলে নারী রজঃস্বলা হয়।

রজঃ শুদ্ধাধিকারে।

১। নারিকেল বৃক্ষের মূল কিংবা অপামার্গের মূল অথবা রাখাল শশার মূল প্রসব দ্বারের উপরে স্থাপিত করিলে নারীদিগের রজঃশুদ্ধি হয়।

বাধক বেদনাধিকারে।

১। আপাঙ্গের শিকড় ১, বেগুণের শিকড় ১ তোলা,

ঘরের আন্ধুয়া ১ তোলা, একটি রসুন দিয়া (জল না দিয়া) বাটিয়া কলমীর ডাঁটা পাতার রস /৵ আধ পোয়া মিলাইয়া রৌদ্রে শুখাইয়া ৩ ভাগ করিয়া ৩ দিন প্রাতে সেবন করিলে বাধক বেদনা ভাল হয়।

২। কানাইলতার (কান্ধালিয়া লতাও বলে) দুইটি ফুটন্ত ফুল ঝিনুকে একটু জল দিয়া উত্তমরূপে মিলাইয়া তাহা বেদনা আরম্ভে একবার মাত্র সেব্য। ইহাতে বাধক বেদনার (ঋতু সময়ের) বিশেষ্ উপকার হয়, এমন কি গর্ভাশয়ও ভাল হয়।

৩। উলট কমল বা উলট কম্বল গাছের শিকড় ১ কড় পরিমাণ, গোলমরিচ ৬টী এবং পানের বোঁট ১টী দিয়া বাটিয়া জল দিয়া প্রাতে ভক্ষণ। এইরূপ ঋতুর পূর্ব্বে ২।৩ দিন এবং ঋতুর ৩ দিন ভক্ষণীয়। ২।৩ ঋতুতে উপরোক্তরূপ সেবন করিলে বাধক বেদনা ভাল হইবে। বিশেষ পরীক্ষিত।

৪। যে স্ত্রীর বাধক বেদনা, তাহার বৃদ্ধাঙ্গুলের ১ কড় পরিমাণ গিলার মধ্যের এক পাটের শ্বাস ঐরূপ এক কড় পরিমাণ, কাঁচি হরিদ্রা, কাঁচি হরিদ্রার ওজনে মেথী, ১০ বৎসরের ঊর্দ্ধকালের বেদনা হইলে ১২ গাছ দূর্ব্বা, নূতন সময়ের হইলে ৯ গাছ দূর্ব্বা, এই ৪ পদ একত্র করিয়া বাটিয়া ৩টী বটি করিবে। ঋতুস্নানের দিন হইতে ৩ দিন প্রাতে একটী একটী বটি জলে দিয়া সেবন করিবে। স্নান করিয়া আহার করিবে। ৩ দিনই হবিষ্য করিবে। আবশ্যক হইলে ইহার পর ঋতু স্নানেও ঐরূপ ব্যবহার করিবে। তৎপর আর দরকার হইবে না।

রক্তপ্রদর বা রোহিণা অধিকারে।

১। তিল মূলের ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া তাহাতে ব্রহ্মযষ্টীর

মূল যষ্টিমধু ও ত্রিকটু মিশ্রিত করিয়া পান করিলে স্ত্রীলোকের রজোরোধ ও রক্তগুল্মের শান্তি হয়।

২। চাল্‌তা বৃক্ষের বল্কল ও আতপ তণ্ডুল একত্র পেষণ করিয়া প্রসব দ্বারে লেপন করিলে রক্তস্রাব নিবারণ হয়।

৩। রক্ত চন্দন, দুগ্ধ, ঘৃত, শর্করা, মধু সমপরিমাণে পান করিলে রক্তস্রাব নিবারণ হয়।

গর্ভপাত হইলে যে রক্তস্রাব হয়, তাহার চিকিৎসা।

১। দুরলভা ২ মাষা, ক্ষেতপাপড়া ২ মাষা, বালা ২ মাষা, মুথা ২ মাষা, রক্তচন্দন ২ মাষা, গুলঞ্চ ২ মাষা, অতৈস ২ মাষা, বেনামূল ২ মাষা, কট্‌কি ২ মাষা, ধনিয়া ২ মাষা, ৩৬ তোলা জল দিয়া জ্বাল দিয়া ১০ তোলা থাকিতে নামাইয়া প্রাতে পান করিবে। এরূপ ৩।৪ দিন সেবন করিবে।

২। বালা ১ তোলা, অতৈস ১ তোলা, মুথা ১ তোলা, মোচরস ১ তোলা, ইন্দ্রযব ১ তোলা, ৮০ তোলা জল দিয়া জ্বাল দিয়া ২০ তোলা থাকিতে নামাইয়া প্রাতে, বৈকালে ৪ তোলা করিয়া করিয়া সেবন করিলে গর্ভপাত, প্রদর ও কুক্ষি বেদনা আরোগ্য হয়।

৩। কদম্বমূলের রস ১ তোলা, মধু ৪ তোলা একত্র করিয়া খাইলে অধিক রক্তস্রাবও নিবারণ হয়।

১। ভাং ২৷৷৹ তোলা, আমের আঠীর শাস ২৷৷৹ তোলা, জৈন ২৷৷৹ তোলা, দাড়িম্বের ফুল বা কঁচি ডালিম ২৷৷৹ তোলা, বেলশুঁঠ ২৷৷৹ তোলা, হরীতকী ২৷৷৹ তোলা, বিটলবণ ২৷৷৹ তোলা, লেবুর রসে বাটিয়া মটর প্রমাণ বটী ৭ দিন সেব্য। প্রাতে ছাঁকা দধি, বৈকালে গরম জল।

২। কাটা বুখরির (বেঁউচের) ছাল ২ তোলা, আদা ১ তোলা, গোলমরিচ ২৫টা, কৈ মৎস্য ৫।৬টা, লবণ দ্বারা ঝোল পাক করিবে, ২ বেলা ইহা দ্বারা অন্ন ভোজন করিবে।

৩। শুণ্ঠী ৮ তোলা, ঘৃত ⁄।৹ পোয়া, দুগ্ধ ৩২ তোলা, চিনি ৫, সলিফা ১, জীরা ১, শঠী ১, পিপুল ১, মরিচ ১, দারুচিনি ১, এলাচি ১, তেজপত্র ১, জৈন ১, কৃষ্ণজিরা ১, মৌরী ১, চৈ ১, রক্তচিতা ১, মুথা ১ তোলা, একত্রে পাক করিয়া ৷৷৹ তোলা প্রমাণ খাইবে।

৪। লবঙ্গ ।৹ আনা, গোলমরিচ ।৹ আনা, জীরা ।৹ আনা, একটী কবুতরের ডিম্ব, যাহার মধ্যে বাচ্চা হইয়াছে, এরূপ, তাহার খোসা ফেলিয়া মধ্যের লোট ও বাচ্চা ইত্যাদি, উপরোক্ত ৪ পদ একত্রে বাটিয়া বড় বড় সাত কি আটটী বটী করিতে হইবে, তাহার একটী মাত্র বটী একদিন মাত্র সেবন করিতে হইবে। অনুপান গরম জল। সূতিকা বেশী রকমের হইলে খেজুরের ডাঁটার রস ও গরম জল প্রাতে সেব্য। যে কোন রকম সূতিকাই হউক, তাহার পক্ষেই ইহা অমোঘ ঔষধ জানিবে। ইহা ব্যতীত জ্বর, পেটের ব্যারাম ও শোথ ইত্যাদিরও বিশেষ উপকার হয়। বিশেষ পরীক্ষিত।

পাগল সূতিকার চিকিৎসা।

১। তিল তৈল /১ সের, মনঃশিলা ৪, গোলমরিচ ৪, শাদা চন্দন ৪, খুদ কেচুয়া ৪, কালি কেসুর্যার পাতার রস /১ সের, তেলাকচুর পাতার রস /১ সের, ঝিকটির রস /১ সের, তোকমা ৪ তোলা, বাইরকুলির রস /।০ পোয়া, লাউর রস /১ সের, কাঁচা দুগ্ধের দধির জল /১ সের। এই ঔষধে কয়েক দিন চলিবে।

সুখ-প্রসব।

১। বাসক বৃক্ষের উত্তর দিকৃস্থ মূল উঠাইয়া সপ্তগুণ সূত্র দ্বারা বন্ধন করিয়া কটীতে ধারণ করিলে সুখে প্রসব হয়। এই মূল যোনি দ্বারের উপরে থাকিবে। এইটী বিশেষ পরীক্ষিত।

২। চতুরঙ্গুলি পরিমাণ অপামার্গের মূল প্রসব দ্বারে প্রবেশ করাইলে তৎক্ষণাৎ প্রসব হয়।

৩। আকানিধির পাতা ও ডাঁটা বাটিয়া অর্দ্ধ আঙ্গুল পুরু করিয়া নাভি ব্যাপিয়া প্রলেপ দিলে এক ঘণ্টা মধ্যে প্রসব হয়। সন্ন্যাসিদত্ত মহৌষধ জানিবে।

৪। সহদেব্যাশ্চ মূলং বা কটিস্থং প্রসবে সুখং।

মৃতবৎসা-দোষাধিকারে।

১। বন্ধ্যানারী কৃত্তিকা নক্ষত্রে পূর্ব্বমুখী হইয়া বিল্ব-বৃক্ষের মূল আহরণ করিবে। মূল পেষণ করিয়া ২ তোলা

পরিমাণ ঋতুকালে ভক্ষণ করিবে। এইরূপ সপ্তাহ ঔষধ সেবন করিলে দীর্ঘজীবী পুত্র লাভ হয়।

২। জলপদ্মের মূল ১ তোলা, পিপুল ১ তোলা, শুণ্ঠী ১ তোলা, নাগেশ্বর ফুলের রেণু ১ তোলা, জল দ্বারা বাটিয়া /০ আনা করিয়া বড়ী। ঋতুর তারিখ হইতে ৬ দিন প্রাতে ৬টা তৎপর আর খাইবে না। এইরূপ ৬ ঋতুতে ব্যবহার। মৃতবৎসা ও বন্ধ্যাদোষ বিনাশ করিতে ইহা একটী অদ্বিতীয় মহৌষধ জানিবে। সন্ন্যাসিদত্ত। বিশেষ পরীক্ষিত।

বন্ধ্যা-চিকিৎসা।

১। গোক্ষুর বীজ নিসিন্ধার রসে পেষণ করিয়া পান করিবে। ৩ কি ৭ রাত্র পান করিবে। বন্ধ্যানারী গর্ভবতী হইবে।

২। পলাশ বৃক্ষের একটি পত্র ও কোন গর্ব্বিণী নারীর স্তন্য দুগ্ধ একত্র পেষণ করিয়া ঋতুকালে পান করিবে। এই-রূপে সপ্ত দিবস ঔষধ সেবন করিয়া পতিসঙ্গ করিলে, সেই নারীর গর্ভ গ্রহণ হয় এবং সেই গর্ভে নিশ্চয় পুত্র জন্মে। এই ঔষধ সেবন কালে দুগ্ধ, শালিধান্যের অন্ন ও মুগের ডাইল অল্প পরিমাণে আহার করিবে।

৩। একটি রুদ্রাক্ষ ও সর্পাক্ষী ২ তোলা একত্র এক-বর্ণা গাভীর দুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া ঋতুকালে পান করিলে বন্ধ্যানারী নিশ্চয় পুত্রবতী হয়।

৪। ঋতুস্নাতা নারী কৃষ্ণ অপরাজিতার মূল ছাগদুগ্ধে পৈষণ করিয়া পান করিলেও বন্ধ্যা নারীর গর্ভ হয়।

৫। পিপুল, নাগকেশর, আদা, কণ্টীকারি ও গোলমরিচ, এই সকল সমভাগে গব্য ঘৃতের সহিত পান করিলে বন্ধ্যা নারীর নিশ্চয় গর্ভ হয়।

৬। কদম্বের ফল মধুর সহিত পেষণ করিয়া কাঁজীর সহিত ঋতু স্নানের পর পান করিলেও বন্ধ্যানারীর গর্ভ হয়।

৭। বাইরকুলির গুঁড়া ৬ তোলা, কালি ছিটকীর গুঁড়া ৬ তোলা, পদ্মগুরুচির গুঁড়া ৬, শুয়াশম্ভুর বীজের গুঁড়া ৬, কোকিলাক্ষের গুঁড়া ৬ তোলা ও গোক্ষুর গুঁড়া প্রত্যেকের সূক্ষ্ম চূর্ণ একত্র করিয়া গব্য দুগ্ধ দ্বারা ২ তোলা পরিমাণে সেব্য। ১৮ দিবস সেবন। সেবনান্তে বল্কা দুগ্ধ ৵॥ সের পান। এইটী বিশেষ পরীক্ষিত।

৮। মুথা, প্রিয়ঙ্গু, কাঁজী, লাক্ষা, ও মধু সমভাগে চূর্ণ একত্র করিয়া ২ তোলা পরিমাণে লইয়া তণ্ডুলোদকের সহিত ৭ দিবস সেবন করিলে বন্ধ্যা নারী পুত্রবতী হয়। ইহা সেবন কালে দুগ্ধ, শালি ধান্যের (শাঠিয়া ধান্যের) অন্ন, মুগ ডাইল অল্প পরিমাণে পথ্য করিবে। বন্ধ্যানারী পুত্রবতী হইতে ইহাও উৎকৃষ্ট ঔষধ।

সৌন্দর্য্যপ্রিয়া স্ত্রীলোকদের গাত্র নরম ও রং পরিষ্কার করিবার উপায়।

১। কুড় চূর্ণ করিয়া মধু ও ঘৃতের সহিত প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া ভক্ষণ করিলে শরীরে পদ্মের ন্যায় সুগন্ধ হয়।

২। তিসী, গোধূম, ও পিপ্পলী চূর্ণ করিয়া ঘৃতের সহিত গাত্রে দিলে মনুষ্য কামদেবের ন্যায় কান্তিবিশিষ্ট হয়।

৩। হরিদ্রা, বচ, কুড়, পিপ্পলী, যমানী, মরিচ, সৈন্ধব ও শুণ্ঠী চূর্ণ করিয়া, এই চূর্ণ গুলি সমভাগে লইয়া মধুর সহিত শিলাতে পেষণ করিবে। তৎপর সাতদিন ভক্ষণ করিবে। ইহাতে পুরুষ অতি সুন্দর হয়।

স্তন দৃঢ়ী-করণ।

১। বচ ও দাড়িম্বের কলিকার সহিত সর্ষপতৈল পাক করিয়া লেপন করিলে নারীগণের স্তনদ্বয় স্থূল ও সুদৃঢ় হয়।

২। শ্রীফল, পারদ ও সৈন্ধব, এই সকল দ্রব্যের সহিত তিল তৈল পাক করিয়া, ঐ তৈল স্তনে লেপন করিলে স্তন কঠিন হয় ও পতিত স্তন উত্থিত হইয়া থাকে। যাহার স্তনের উত্থান হয় নাই, তাহারও উত্থিত হইয়া থাকে।

গর্ভপাত নিবারণ।

১। শ্বেত অপরাজিতার মূল কটিদেশে ধারণ করা।

২। কুম্ভকারের হাত পোছা মৃত্তিকা পেটে লেপ দেওয়া।

৩। আপাঙ্গের বীজ বাটিয়া তণ্ডুলোদকের সহিত পান করা।

৪। প্রথম মাসে—পদ্মকেশর ও রক্তচন্দন সম-পরিমাণে গব্যদুগ্ধ সহ পেষণ করিয়া পান করিলে গর্ভ স্থির হয়।

দ্বিতীয় মাসে—নীলোৎপল, পদ্মমৃণাল, যষ্টিমধু, কাঁকড়াশৃঙ্গী এই সমস্ত গব্য দুগ্ধে পেষণ করিয়া পান করিবে।

তৃতীয় মাসে—রক্তচন্দন, তগরপাইকা, কুড়, মৃণাল পদ্মকেশর শিলে জলের সহিত পেষণ করিয়া পান করিবে।

চতুর্থ মাসে—যষ্টিমধু, রাস্না, শ্যামলতা, বামনহাটী, অনন্তমূল, গব্য দুগ্ধে পেষণ করিয়া পান করিবে।

পঞ্চম মাসে—বৃহতী, কণ্টীকারি, যজ্ঞডুমুর, দারুচিনি, গব্য ঘৃত ও কটফল গব্য দুগ্ধের সহিত পান করিবে।

ষষ্ঠ মাসে—গোক্ষুর, সজিনা বীজ, যষ্টিমধু, পিঠানি বাড়কুলী পেষণ করিয়া দুগ্ধের সহিত সেবন।

সপ্তম মাসে—কিচমিচ, দ্রাক্ষা, পানিফল, পদ্মকেশর এই সকল দ্রব্য পেষণ করিয়া গব্য দুগ্ধের সহিত পান করিবে।

অষ্টম মাসে—যষ্টিমধু, পদ্মকাষ্ঠ, বহেড়া, আকন্দ মূল, নাগকেশর, গজপিপ্পলী, নীলোৎপল, এই সকল দ্রব্য পেষণ করিয়া গব্য দুগ্ধের সহিত পান।

নবম মাসে—যষ্টিমধু, শ্যামলতা, অনন্তমূল, ক্ষীরকাকলী, এই সকল দ্রব্যের সহিত দুগ্ধ পাক করিয়া পান করিবে। অথবা বিশল্যা ও কক্কোল, এই দুই দ্রব্য মধুর সহিত পেষণ করিয়া সেবন করিবে।

দশম মাসে—দুগ্ধ পাক করিয়া পান অথবা যষ্টিমধু, দেবদারু দুগ্ধের সহিত পান।

গর্ব্বিণীর জ্বরচিকিৎসা।

১। রক্তচন্দন ১ তোলা, অনন্তমূল ১ তোলা, লোদছাল ১ তোলা, দ্রাক্ষা ১ তোলা, চিনি ১ তোলা, ৮০ তোলা জলে জ্বাল দিয়া ২০ তোলা থাকিতে নামাইবে। পাত্রের মুখ জ্বালের কালে বদ্ধ রাখিবে। প্রাতে বৈকালে ৪ তোলা করিয়া খাইবে। পরীক্ষিত।

২। ভেরেণ্ডার মূলের ছাল ১ তোলা, গুলঞ্চ ১ তোলা, মঞ্জিষ্ঠা ১ তোলা, রক্তচন্দন ১ তোলা, দেবদারু ১ তোলা, পদ্মকাষ্ঠ ১ তোলা, মৃত্তিকা পাত্রে ৯৬ তোলা জল দিয়া, পাত্রের মুখ বন্ধ করিয়া জ্বাল দিবে। ২৪ তোলা থাকিতে নামাইয়া প্রাতে ও বৈকালে ৪ তোলা করিয়া খাইবে। অমোঘ ও পরীক্ষিত।

ফুলপড়ার ঔষধ।

১। তিতলাউ, সাপের খোষা, ঘোষাফল, সরিষা, সমভাগে সরিষার তৈল মাখাইয়া জ্বলন্ত আগুনে দিবে। সেই ধুম যোনিতে ২।১ দণ্ড লইলেই ফুল পড়িবে।

বালরোগাধিকারে।

শিশুর কাশীরোগ চিকিৎসা।

১। পাতলা শিশির নিফাস গুঁড়া কিঞ্চিৎ মধুর সহ অঙ্গুলিতে করিয়া জিহ্বায় লাগাইয়া দিলেই ৩।৪ দিনে ভাল হইবে।

ভস্কাভস্কা জলযুক্ত হাগা।

আমাশয়যুক্ত হইলেও ছোট ছেলে মেয়ের জন্য। পরীক্ষিত উৎকৃষ্ট ঔষধ।

১। Gray powder Gr. iii
Bismuth sub nitras Gr. xxiv
Mix & make 12 powders, one 4 times a day.

অর্থাৎ

গ্রে পাউডার ৩ গ্রেণ
বিচমথ ছাবনাইট্রাস ২৪ গ্রেণ

মিশ্রিত করিয়া ১২টী পূরিয়া। দিবসে ৪টী পূরিয়া ব্যবহার্য্য।

Dr. Goodeve's Prescription.		বিশেষ পরীক্ষিত।	
২। Magnesia carb	Cr. xv.	ম্যাগনিসিয়া কার্ব্ব	১৫ গ্রেণ
Rubarb Pulb	Gr. x.	রুবার্বপালব	১০ গ্রেণ
Sodæ Bicarb	Gr. v.	ছোডাই বাইকারব্	৫ গ্রেণ
S[t Amonia Aromatic,	Drops v.	স্প্রিট এমোঃ এরোমেঃ	৫ ফোঁট
Oil Anisi	Drops ii	অএল এনিছি	২ ফোঁটা
Aqua	ii oz only.	জল	২ আউন্স

A Tea spoonful or a dram once. Twice daily.

এক ড্রাম পরিমাণ, দিনে দুইবার সেব্য।

ডিপ্‌থিরিয়া (গলনালীর ঘা বা স্ফীততাজনিত কণ্ঠরোধ)

১। সাদা দোরণের পাতা সৈন্ধব দিয়া ডলিয়া সেই আত্মরস ২।৩ বার খাওয়াইতে হইবে। তাহা হইলে বমী হইয়া ব্যারাম আরোগ্য হইবে। উৎকৃষ্ট ঔষধ।

উন্মাদের জন্য।

১। দণ্ড উৎপল রস ⁄॥ সের, তিল ⁄॥ সের, শ্বেত ধূপ ১ তোলা, কাঁসার পাত্রে এক প্রহর পর্য্যন্ত হাত দিয়া মাড়িয়া সেই তৈল শরীরে মর্দ্দন করিয়া দিবসে তিনবার স্নান করাইবে।

২। বনঘুটিয়া পোড়া, আকনের পাতার রস দিয়া নস্য লইবেক।

৩। বহেড়া ১টা ছেঁচিয়া অর্দ্ধ ছটাক জলে পূর্ব্ব দিবস ভিজাইয়া রাখিয়া,লাল কুইজ (কুঁচ) ২টা তাহার সঙ্গে রাখিবে।

সেই বহেড়ার জল দ্বারা সেই কুইজ ঘষিয়া সেই জল দ্বারা নস্য লইবে।

শিশুর উন্মাদ (৫ বৎসর কি অন্ন্যূন বয়স্ক)।

৪। সাদা সাদা মানকচুর শিকড় অর্দ্ধ অঙ্গুলী পরিমাণ ২॥ আড়াইটা গোলমরিচ সহ বাটিয়া ৩।৪ দিন খাওয়ালেই আরোগ্য হয়।

উন্মাদ বেশী বয়স্কদিগের জন্য।

৫। থানকুনীপাতা ১ তোলা, কাবুলী বাদামের শাস ৭ সাতটা, গোলমরিচ ১৫ টা, বাটিয়া একবার খাইবে। ১৫ দিন ঐরূপ দিনে দুই বার করিয়া খাইবে। এবং মাথার চুল পোড়া ছাই জলে গুলিয়া ৫।৭ দিন নস্য লইবে। ইহা ভয়ানক পাগলের জন্য।

চিন্তামূলে উন্মাদ।

৬। কাহেরবাগম্ (বানিয়াতি) ॥০ তোলার একটী কবজ মাত্র সূতা দিয়া বান্ধিয়া কলিজার উপর ঝুলাইবে এবং উপরোক্ত ঔষধ সেবন করিবে।

শিরঃ-পীড়া।

১। বাক্ তরকারীর (ওলের) গাঠা লৌহ পাত্রে লবণ দিয়া ঘষিয়া কপালে দিলে, তৎক্ষণাৎ মাথা বেদনা বারণ হয়।

আধ্ কপালিয়া মাথা ব্যথা।

১। আপাঙ্গের শিকড়, অপর দিকে বান্ধিয়া দিবে। থানকুনির শিকড় কপালে ডলিয়া বিপরীত নাকে শুঁকিতে দিবে।

২। ভৃঙ্গরাজের শিকড়, যে দিকে বেদনা, সেই দিকে বাঁধিয়া দিবে।

৩। চারা বড়ৈগাছের শিকড় ছেঁচিয়া বিপরীত দিকে দিবে।

শিরঃশূল বেদনা।

১। পুরাতন কাগজে হরিদ্রা বাটিয়া লেপ দিয়া শুকাইবে। পরে বাতি করিয়া একধারে অগ্নি লাগাইয়া অপর অংশ নাকের মধ্যে দিয়া জোরে ধূমপান করিবে। তৎক্ষণাৎ বেদনা দূর হইবে।

মস্তক ভার হইলে।

১। নিম্বপাতা ও বাসকপাতা বাটিয়া ব্রহ্মতালুর চুল ফেলিয়া পট্টী দিবে।

কফাশ্রিত।

১। গোলমরিচ, শুণ্ঠী, পিপ্পলী, বড় এলাচি, জত্রিক, জাতিফল, লবঙ্গ, দারুচিনি, কর্পূর ১ তোলা, সরিষার তৈল /১ এক সের। উক্ত নয় পদের কাপড় ছাঁকা চূর্ণ করিয়া তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া তিন দিন দিবে।

বায়ুরোগে মূর্চ্ছা গেলে।

১। আমপাতার কুঁড়ী, বড়ের কুঁড়ী ছাগের দুগ্ধ দ্বারা বাটিয়া বটী মটর প্রমাণ করিবে। মধু অনুপানে সেব্য।

মৃগী।

১। যে কোন আউখের (আক) মধ্যের পোকা (রোগীর বয়স অনুসারে) ৬।৭ টী হইতে ১৪।১৫ টী পর্য্যন্ত একটী আস্ত পাকা চাঁপা কলার স্থানে স্থানে ভরিয়া খাইতে দিবে। কিন্তু চাঁপাকলা আর জীবনে খাইতে হইবে না। এক দিনই সেব্য। পরীক্ষিত।

২। লাল বিষ পিপ্ড়া শনি মঙ্গলবার কলায় ভরিয়া খাওয়াইতে হইবে।

চক্ষুরোগের ঔষধ।

১। শ্বেত পুনর্নবার মূল ঘৃতের সহিত পেষণ পূর্ব্বক চক্ষুতে অঞ্জন করিলে, চক্ষের জলস্রাব রোগের শীঘ্র বিনাশ হয়। ঐ মূল ও হরিদ্রা একত্র পেষণ করিয়া চক্ষুতে অঞ্জন করিলে কদাচ চক্ষুতে কোনও রোগ জন্মিতে পারে না।

২। হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, সৈন্ধব, ত্রিফলা, ডরকরঞ্জার বীজ সমভাগে লইয়া, ভৃঙ্গরাজের রসে পেষণপূর্ব্বক চক্ষুতে অঞ্জন করিলে, তিমির রোগ বিনাশ।

৩। শম্বূক অথবা কড়ি দগ্ধ করিয়া, তাহার চূর্ণ নবনীতের সহিত মিশ্রিত করতঃ চক্ষুতে অঞ্জন করিলে চিরকাল-জাত ফুলি বিনাশ হয়।

৪। জয়ন্তি বীজ অথবা হরীতকী, স্তন্য দুগ্ধে ঘর্ষণ করিয়া চক্ষুতে অঞ্জন করিলে রাত্র্যন্ধতা দূর হয়। চক্ষুর রক্তস্রাব, চক্ষু কোপ এবং মাংস বৃদ্ধি বিনাশ হয়।

৫। ছাগলের পিত্ত মধ্যে হরীতকী, আমলকী, বহেড়া নিক্ষেপ করিয়া তাহা ধূমে শুষ্ক করিবে, পরে তাহা ডহর করঞ্জার রসে ঘর্ষণ করিয়া চক্ষুতে অঞ্জন করিলে রাত্র্যন্ধতা বিনাশ হয়। ঘৃতের সহিত অঞ্জনে ফুলি, মধুর সহিত অঞ্জনে চক্ষুর জলস্রাব, তৈলের সহিত অঞ্জনে চক্ষের কণ্ডূ, জলের সহিত অঞ্জনে তিমির রোগ, কাঁজির সহিত অঞ্জনে রাত্র্যন্ধতা, শ্বেত পুনর্নবার সহিত অঞ্জনে নূতন চক্ষু হয়।

রাত্র্যন্ধতা।

১। পাঠার কলীজা (অর্থাৎ কালীবুক) ৫ টুকরা লইয়া আগুনে, একটা লোহার সিক দিয়া পোড়ার সময় যে রস বাহির হয়, সেই রস চক্ষে দিতে হয়। পোড়া হইলে এক খণ্ড ভাঙ্গিয়া চারিদিকে ফেলিবে। ৪ চারি খণ্ড চারি দিন লবণ দ্বারা খাইবে।

২। রিঠার বিচির শাস ঘষিয়া চক্ষে দিতে হইবে। ৩।৪ দিনে আরোগ্য লাভ হয়।

চক্ষে কম দেখার ঔষধ।

১। সাচি শাকের পাতার রস ৭ দিন অথবা ততোধিক দিন হাত পায়ের তালুতে মালিস করিতে হইবে।

চক্ষুঃশূল কি ধূলা পড়িলে তাহার ঔষধ।

১। কালী কেসুর্য্যার মূলের শিকড়ের সহিত উঠাইয়া পরিষ্কার করিয়া, পরে রোগীর হস্ত পদ ভাল মত ধৌত করিয়া, হাত পায়ের তালুতে ভালরূপ মর্দ্দন করিয়া পরে ঐ মূলটী চক্ষের মধ্যে বুলাইবে।

চক্ষূরোগ চিকিৎসা।

১। হস্তিশুণ্ডারসেনৈব চক্ষুশ্চ পূরয়েৎ বুধঃ।
চক্ষুষাং হন্যতে রোগো নিশ্চিতং শৃণু পার্ব্বতি॥

অর্থাৎ

হাতী শুঁড়ার রস চক্ষে দিলে চক্ষুর সমস্ত রোগ বিনষ্ট হয়, ইহা মহাদেব পার্ব্বতীকে বলিয়াছেন।

চক্ষু উঠা।

১। আমরুলী পাতার বা দেশী আমড়া পাতার রসের ফোঁটা দিবসে তিনবার দিতে হয়।

চক্ষু উঠা, চক্ষুর জল পড়া বা বেদনা ইত্যাদি হইলে।

২। রসদ (বণিক দোকানে পাওয়া যায়) শীতল জলে ভিজাইয়া চক্ষের পাতায় প্রলেপ এবং ভিজান জল চক্ষে দেওয়া। পরীক্ষিত।

কাণে কম শুনার ঔষধ।

১। গোজেনের পাতা মূল, তিল তৈল লোহার পাত্রে ঘন করিয়া মিশাইবে। পরে বন কাকৈড়ের শাস বাইর-কুলির মূলের ছাল গোময় অগ্নিতে সেকিয়া মুষ করিয়া

ঐ শাস ও ছাল তাহার মধ্যে দিয়া ঘুটিয়ার অগ্নিতে পুড়িয়া ভস্ম করিয়া ঐ ঘন করা ঔষধের সহিত মিলাইবে। পরে ধুতুরার ফলের আঠী ফেলিয়া নারিকেল তৈল দিয়া, তাহার মধ্যে গজডুমুরের কস ৬।৭ ফোঁটা দিয়া অগ্নিতে বসাইবে। ফুলিয়া উঠিলে নামাইয়া আকন তুলায় লাগাইয়া কাণের মধ্যে দিবে। এই ঔষধ কাণ ঢাকিয়া বাহিরে ও উপরে প্রলেপ দিবে। তৈল দেওয়ার সময় গরম করিয়া লইবেক।

২। আপাঙ্গের ক্ষারযুক্ত ,জলে তাহার কল্কের সহিত তৈল পাক করিয়া কর্ণে পূরণ করিলে কর্ণনাদ ও বধিরতা দূর হয়।

৩। রসুন, আমলকী, হরিতাল পেষণ করিয়া চতুর্গুণ তৈলে পাক করিবে। পাক কালে তৈলের চতুর্গুণ দুগ্ধ দিবে। দুগ্ধ শেষ হইয়া তৈল থাকিতে নামাইয়া ঐ তৈল কর্ণে দিবে।

৪। শূকরের তৈল অথবা চামচিকার রক্ত দ্বারা কর্ণ লেপনে স্মৃতিশক্তির বৃদ্ধি হয়।

কর্ণশূলাধিকারে।

১। তীব্র শূলান্তরে কর্ণে সশব্দে ক্লেদবর্দ্ধিনি।
শুনোমূত্রং ক্ষিপেৎ কুষ্ঠং সৈন্ধবেনাবচূর্ণিতং॥

বঙ্গানুবাদ—কর্ণাভ্যন্তরে তীব্র বেদনা থাকিলে ও শব্দের সহিত ক্লেদ বহির্গত হইলে, কুড় ও সৈন্ধব চূর্ণ, কুকুরের মূত্র দ্বারা বাটিয়া কর্ণমধ্যে দিবে।

২। অর্কপত্রং গৃহীত্বা চ মন্দাগ্নৌ তাপয়েৎ শনৈঃ।
নিষ্পীড্য পূরয়েৎ কর্ণে কর্ণশূলং বিনশ্যতি॥

অর্থাৎ

আকন পাতা মন্দ মন্দ অগ্নিতে আস্তে আস্তে উত্তপ্ত করিয়া রগড়াইয়া রস কর্ণাভ্যন্তরে প্রবেশ করাইলে কর্ণশূল বিনাশ হয়। পরীক্ষিত।

নাসিকা হইতে রক্তস্রাবাধিকারে।

১। মাস কলাই পূর্ব্ব দিবস ভিজাইয়া পর দিবস প্রাতে কাঁচি হরিদ্রা দ্বারা বাটিয়া নাসিকার ব্রহ্মরন্ধ্রে পটী দিবে।

২। দূর্ব্বা দাড়িমপুষ্পেণ আম্রাতক হরীতকী।
সর্ব্বং সংপেষয়েৎ রাত্রৌ নাসারক্ত স্রবাপহা॥

বঙ্গানুবাদ—দূর্ব্বা, ডালিমের ফুল, আমড়া ও হরীতকী সমান পরিমাণে লইয়া বাটিয়া রাত্রিকালে নাসিকায় প্রলেপ দিলে, নাসিকার রক্ত পড়া দূর হয়। বিশেষ পরীক্ষিত।

৩। আস্ত মাস কলাই রাত্রে ভিজাইয়া প্রাতে চোকলা উঠাইয়া উহা ও কাঁচি হরিদ্রা সমভাগে লইয়া একত্রে বাটিয়া ৮।১০ দিবস মাথায় দিলেই নাসারক্তপাত বারণ হয়।

রক্ত বমনাধিকারে।

১। বাক্ তরকারী শঠীর রস দ্বারা বাটিয়া ২।৩ খানা পিষ্টক প্রস্তুত করিয়া, মাখন ও ছাপ চিনি দ্বারা ১ দিবস সেবনেই রক্ত বমন বারণ হইয়া রোগী সুস্থকায় হইবে।

২। বাকৃতরকারী সিদ্ধ করিয়া, তৈল ভিন্ন চাড়ায় (খোলায়) ভাজিয়া ৩ দিবস সেবনেই রক্ত বমন নিঃশেষ হয়।

মুখের ঘায়ের চিকিৎসা।

১। বাসক পাতা, কাফিলার ছাল, তামাক পাতা, সমভাগে একত্রে রাবগুড় দ্বারা মাখিয়া তামাকের মতন কল্কীতে ভরিয়া খাইলে মুখে যে কোন রকম ঘা হউক, তাহাই আরোগ্য হইবে।

দন্তরোগাধিকারে।

১। রসাঞ্জন, ফিটকারী, হিরারকস, তুঁতিয়া পোড়া সমভাগে চূর্ণ করিয়া মিলাইয়া রাত্রে আহারান্তে শয়ন কালে দন্তে দিয়া রাখিবে ও প্রত্যহ প্রাতে দন্ত মার্জ্জন করিবে। ইহাতে চলিত দন্তও দৃঢ় হয়, দন্তরস থাকে না।

২। হিরার কস, ফিটকারী, তুঁতিয়া, খএর, মুদ্রাশঙ্খ সমভাগে চূর্ণ করিয়া দাঁতন করিলে চলিত দন্তও দৃঢ় হয়। তুঁতিয়া কাঁচা চূর্ণ করিবে।

৩। তামার পাত্রে এরেণ্ডার কস গরম করিয়া দন্তের যে স্থান ফুলিয়া উঠে, কিংবা বেদনা হয়, সেই স্থানে দিলে, দন্তরোগ ভাল হয়।

৪। এরেণ্ডার কস ১ তোলা, লবণ ।০ আনা একত্রে পিতল পাত্রে রাখিয়া দন্তে দিলে, দন্তরোগ আরোগ্য হয়।

৫। কেশরাজস্য মূলঞ্চ আদ্রকৈঃ সহ ধারয়েৎ।
ন তদা পতন্তি দন্তা বকুলত্বচর্ব্বণাৎ॥

অর্থাৎ

কেশরাজের মূল আদার সহিত বাটিয়া দন্তে দিলে দন্ত পড়ে না। বকুলের ছাল চর্ব্বণ করিলেও দন্ত দৃঢ় হয়।

৬। সপ্তভির্ব্বর্কপত্রৈস্তু দন্তে স্বেদঞ্চ কারয়েৎ।
পতন্তি ন তথা দন্তা দাড়িম্বমূলধারণাৎ॥

অর্থাৎ

৭টী আকন পাতা গরম করিয়া স্বেদ দিলে কিংবা ডালিমের মূল ধারণ করিলে দন্ত পতিত হয় না।

৭। বৃহতীমূলকং দেবি নীলকণ্ঠস্য মূলকং।
সমভাগং চূর্ণীকৃত্য কুর্য্যাত্তু দন্তধাবনং॥

অর্থাৎ

মহাদেব পার্ব্বতীকে বলিয়াছেন যে, বৃহতীমূল ও নীলকণ্ঠের মূল সম পরিমাণে গুঁড়ি করিয়া মিশাইয়া দন্ত মার্জ্জন করিলে দন্তের বেদনা দূর হইয়া দন্ত দৃঢ় হয়। পরীক্ষিত।

৮। আমলকীর ডালের গীড়ার (গাঁট) ২ পার্শ্বে কাটিলে তন্মধ্যে ছিদ্র পাওয়া যায়, তাহার কতকটী গলার এক পার্শ্ব হইতে অপর পার্শ্ব পর্য্যন্ত মালা গাঁথিয়া দিলে সান্নিক নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। সন্ন্যাসিদত্ত মহৌষধ।

৯। নারিকেল গাছের শিকড় কাটিয়া ছেঁচিয়া জ্বাল দিয়া গরম গরম কবল করিলে মুখ হইতে ফেনা ফেনা উঠিয়া যাইয়া দন্তরস ভাল হইবে।

১০। তাল গাছের ছাল ১০ তোলা ও ফিটকারী ॥৵০ আনা এক সের জলে জ্বাল দিয়া এক পোয়া থাকিতে নামাইয়া গরম গরম কবল করিলে দন্তফুলা, বেদনা ও জিহ্বা কি গলার মধ্যের ব্রণ নিঃশেষ হয়। বিশেষ পরীক্ষিত।

গলগণ্ডাধিকারে।

১। ব্রহ্মযষ্ট্যাস্তু মূলঞ্চ পিষ্ট্বা তণ্ডুলবারিণা।
সপ্তাহঞ্চ হরেল্লেপাৎ কুরণ্ডগলগণ্ডকং॥

অর্থাৎ

ব্রহ্মযষ্টির মূল আতপ চাউলের জল দ্বারা বাটিয়া এক সপ্তাহ প্রলেপ দিলে গলগণ্ড ও কুরণ্ড বিদূরিত হয়।

হাঁপিকাসীর ঔষধ।

১। ভূমি কুষ্মণ্ডের নেকড়া ছাকা চূর্ণ ২০ তোলা, ঐ রস ২০ তোলা দিয়া পাথরের বাটীতে ঘুটিতে হইবে। তৎপর শুখাইয়া পুনরায় চূর্ণ করিবে। মধু ১২ তোলা ও ঘৃত ২০ তোলার সাহত ঐ চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া একটী পাত্রে রাখিয়া প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে ৪ তোলা পরিমাণে সেবন করিবে।

ঔষধ সেবনের সময় শাক, অম্ল, ঝাল, তিক্ত, পরিশ্রম, মদ্য, মাংস, রসাল মৎস্য, দুগ্ধ, ও চিনি ভক্ষণ ও স্ত্রী-সঙ্গম নিষিদ্ধ।

২। অপরাজিতার পাতা দ্বারা চক্ষুতে ফোট দিলে হিক্কা ও হাঁপানি কাশ ভাল হয়।

৩। শ্বেত আকনের হরিদ্রা বর্ণ পাতা ১টী, গোলমরিচ ২৫টী একত্র বাটিয়া ২৫টী বড়ি প্রস্তুত করিবে। প্রত্যহ ৩টী করিয়া সেব্য। দ্বি সপ্তাহ কি ত্রি সপ্তাহ ব্যবহার করিবে। সন্ন্যাসিপ্রদত্ত, পরীক্ষিত, হাঁপিকাসীর অমোঘ ঔষধ।

৪। পুনর্ণবার শিকড় ১ তোলা, জীরা ৩টী, গোলমরিচ ৩টী একত্রে বাটিয়া, রোগীকে স্নান করাইয়া ভিজা কাপড়ে খাওয়াইতে হইবে। এক দিবস একবার মাত্র সেব্য, শনি মঙ্গলবার প্রশস্ত। এইটীও সন্ন্যাসিদত্ত পরীক্ষিত মহৌষধ।

মাদক বস্তু ও তামাক ইত্যাদি সেবন নিষিদ্ধ, কলার পাতা কি কলার কোন বস্তু ব্যবহার নিষিদ্ধ। কলাপাতায় বান্ধা কোন বস্তুরও ভক্ষণ নিষিদ্ধ।

কাসরোগাধিকারে।

১। ত্রিফলা ত্রিকটুচৈব সমভাগেন চূর্ণিতং।
মধুনা সহ সংপানাৎ দুষ্টকাসবিনাশনং।

অর্থাৎ

ত্রিফলা ও ত্রিকটু সমভাগে চূর্ণ করিয়া মিশ্রিত করিবে। মধুসহ সেবনে দুষ্ট কাস বিনাশ পাইবে

শ্বাসরোগাধিকারে।

১। ঘৃতেন পাচয়েন্মূলং পত্রঞ্চ বাসকস্য চ।
ভক্ষয়েৎ ত্রিদিনং যাবৎ কাসঃ শ্বাসঃ ক্ষয়ং ব্রজেৎ॥

অর্থাৎ

বাসকের মূল ও পত্র ঘৃতে পাক করিয়া তিন দিবস ভক্ষণ করিলে শ্বাস কাস দূর হইবে।

ঊর্দ্ধশ্বাসাধিকারে।

১। পিপ্পলীং দেবদারুঞ্চ শুণ্ঠীচূর্ণং সমং ভবেৎ।
ঊর্দ্ধশ্বাসং সদা হন্তি পিবেদুষ্ণেন বারিণা॥

অর্থাৎ

পিপ্পলী, দেবদারু ও শুণ্ঠীচূর্ণ সমভাগে গরম জল দ্বারা সেবন করিলে ঊর্দ্ধশ্বাস সমতা প্রাপ্ত হয়।

ক্ষয়কাসাধিকারে।

১। নাগ কেশর মূলঞ্চ মধুনা সহ সংপিবেৎ,
বাসকস্য চ মূলং বা ব্যঞ্জনৈঃ ক্ষয়রোগহা॥

অর্থাৎ

নাগকেশরের মূল মধুর সহিত পান করিলে অথবা বাসকের মূল সেবনে ক্ষয়রোগ বিনাশ হয়।

২। বাসকস্য চ মূলানি অজাক্ষীরেণ ভক্ষয়েৎ
ক্ষয়রোগক্ষয়ং কুর্য্যাৎ নং জীবেশ্বরি মধু॥

বঙ্গানুবাদ—

'বাসকের মূল ছাগদুগ্ধ ও মধুপ্রক্ষেপে সেবন করিলে ক্ষয়রোগ দূর হয়, ইহা মহাদেব পার্ব্বতীকে বলিয়াছেন।

মূত্রকৃচ্ছ বা মূত্রাভাবাধিকারে।

১। বিরজার তৈল ২।১ ফোঁটা মিছরী সরবতে মিলাইয়া ৩।৪ দিবস, প্রত্যহ ১ বার করিয়া সেবন করিবে।

২। হংসডিম্বের খোসা, সৈন্ধব লবণ ও সেফালিকার পাতা বাটিয়া নাভির চতুর্দ্দিকে প্রলেপ দিলে সহজে প্রস্রাব হয়।

৩। তুঁতিয়া নেকড়ায় ছাকিয়া নাভি ঢাকিয়া তাহার চতুর্দ্দিকে নেকড়া লাগাইবে। তৎপর ঐ নেকড়ার উপর শ্বেত-চন্দন ঘন করিয়া দিলে অতি সহজে প্রস্রাব হয়।

প্রমেহাধিকারে।

১। তাল মোহনার দানা ১ তোলা, রাত্রে ।৵ পোয়া জলে ভিজাইয়া প্রাতে বাটিয়া নেকড়া ছাকা করিয়া মিছরী দিয়া সেবন করিবে ও পরে দুগ্ধ পান করিবে।

২। ভূঁইকুমড়ার সূক্ষ্ম চূর্ণ ২০ তোলা, ঐ কুমড়ার রস ২০ তোলা উত্তমরূপ মর্দ্দন করিয়া শুখাইবে। পরে ঘৃত ২০ তোলা, মধু ১২ তোলা মিলাইয়া ১ তোলা পরিমাণ ২ বেলা সেবন করিলে প্রমেহ রোগ ভাল হইয়া শরীর পুষ্ট হয়।

৩। শঙ্খপুষ্পী (ধরফুল্লী বা ঢোল কলমির লতা পাতা) চূর্ণ করিয়া নেকড়া ছাকা করিয়া লইবে। ঐ চূর্ণের অর্দ্ধ পরিমাণ মিছরী চূর্ণ মিলাইয়া ৬ মাষা শীতল জলে একত্র করিয়া ১ দিন সেবন করিবে। এইরূপ ১৫।২০ দিন সেব্য। গরমের দিন হইলে ঐ ঔষধ সেবনান্তর ঠাণ্ডা দুগ্ধ, শীত ঋতু হইলে উষ্ণদুগ্ধ সেবন বিধেয়। প্রমেহ রোগে ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ জানিবে।

ক্লীবদোষ শান্তি।

১। ধুস্তুর পুষ্প ভক্ষণ করিলে ক্লীব দোষ ভাল হয়।

২। দুষ্ট-স্ত্রীকৃত অভিচারাদিদ্বারা লিঙ্গপাত হইলে, ভূমি চম্পকের মূল ও সুপারী ফল একত্র পেষণ করিয়া ভক্ষণ করিলে উক্ত দোষের শান্তি হয়।

রক্তপ্রমেহাধিকারে।

১। সাচি চিনি ৵০ ছটাক, লবণ ২॥ তোলা, জল ৵।০ পোয়া, রক্তবন্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত ৵০ ছটাক পরিমাণ দিবসে ৩ বার পান করিবে।

২। শুকরার রস ৩ তোলা, দূর্ব্বার রস ৬ তোলা, কেচকির রস ১ তোলা, বয়ড়া বাঁশের কড়াইল ১২ তোলা রস করিয়া মিছরী ৫ তোলা দ্বারা সেবন করিবে।

প্রমেহাধিকারে।

১। সোণামুগ ৵৴ পোয়া, ইক্ষুচিনি ৵৴ পোয়া, লৌহ ২ তোলা, ঘৃতকুমারীর রসে বাটিয়া ৭ দিবস ৴ আনা প্রমাণ তৎপর ।০ আনা, ছাগ দুগ্ধ ও ইক্ষুচিনি সহ পান করিবে।

২। পুরাতন প্রমেহে, সোহাগা ॥ তোলা, অভ্র ৴ আনা, স্বর্ণসিন্দূর ।০ আনা, লৌহ ৶০ আনা, ঘৃতকুমারীর রসে মর্দ্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা ছাগ দুগ্ধ ও ইক্ষুচিনি সহ পান করিবে।

সাধারণ মেহাধিকারে (পূঁজ থাকা সময়)

১। বংশলোচন ১ তোলা, গুজরাতি এলাচের দানা ॥ তোলা, মিছরী ২॥ তোলা একত্র করিয়া বাটিবে। তৎপর পুনঃ ঘৃত দ্বারা বাটিয়া ৬৪টী বটিকা প্রস্তুত করিয়া, প্রত্যহ

২টী বটী জলদ্বারা সেবন করিলে উক্ত মেহ নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। সন্ন্যাসিপ্রদত্ত মহৌষধ

মেহাশ্রিত বেদনাধিকারে।

১। কলমি পাতার ডাঁটার রস ৮ তোলা, ইক্ষুচিনি ৪ তোলা একত্রে সেবন করিবে।

২। শ্বেতধূপ /০ ছটাক, চিনি /৵ পোয়া, চাখড়ি /০ ছটাক একত্র সেবন করিবে।

কুষ্ঠরোগাধিকারে।

১। নিসিন্ধার চূর্ণ ১তোলা, গোচোনা সহিত পান করিবে। এইরূপ ১০ দিবস পান করিলে বায়ুবেগে মেঘাবলীর ন্যায় কুষ্ঠরোগ নষ্ট নয়।

২। পুরাতন তেঁতুল, কাকড়ার মাটী সমভাগে সরিষার তৈল দ্বারা ছানিয়া প্রলেপ দিবে।

৩। ভাঁইটের আগা ও রসুন সমভাগে লইয়া বাটিয়া সেবন করিবে।

৪। সোণামুখী পাতা চূর্ণ ১২ তোলা, পাটনাই হরীতকী চূর্ণ ১২ তোলা, জঙ্গী হরীতকী চূর্ণ ৪ তোলা, আমলকী চূর্ণ ৪ তোলা, বিরঙ্গ চূর্ণ ৪ তোলা, ধনিয়া চূর্ণ ৪ তোলা, রুহিমস্তকি চূর্ণ ২ তোলা, ঘৃত (নূতন) ৵ ছটাক, বাদাম (কাবুলি) শাস ১২ তোলা, পেস্তা ১২ তোলা, কিসমিস ১২ তোলা, বিশুদ্ধ মধু /২ সের, বহেড়া ১২ তোলা, মৌরী ৪

তোলা। জল /১॥ কি /২ সের দিয়া মধুর সহিত একত্র করিয়া জ্বালে চড়াইয়া টগ্‌বগ্‌ করিয়া উঠিলে গাঁদ কাটিয়া ফেলিয়া জল শুখাইলে উপরোল্লিখিত ১৪ পদ একত্র করিয়া মাখিয়া ঐ মধুর মধ্যে দিয়া জ্বাল দিবে। যখন জলজ কিছু না থাকিয়া কাদার মতন হইবে, তখন নামাইয়া পাথরের বাটিতে রাখিবে। লোকের ধাতু বিবেচনায় প্রত্যেক দিন প্রাতে।০ আনা হইতে সেবন আরম্ভ করিয়া ২।৩ দিন পরে পরে /০ আনা করিয়া বৃদ্ধি করিতে হইবে। অথবা ॥০ আনা হইতে আরম্ভ করিয়া ঐরূপ বৃদ্ধি করিয়া ১ তোলা পর্য্যন্ত সেবন করিবে। অর্থাৎ ২ বারে রোজ ২ তোলা পর্য্যন্ত। টক্ এবং ভাজা ইত্যাদি উগ্র জিনিষ ভক্ষণ নিষেধ। ইহা রক্ত পরিষ্কারক, মস্তিষ্কের দোষ-সংশোধক এবং কুষ্ঠ রোগের অমোঘ ঔষধ। সন্ন্যাসিপ্রদত্ত অত্যুৎকৃষ্ট ঔষধ।

৫। শ্বেতাপরাজিতামূলং পিষ্ট্বা লেপঞ্চ কুষ্ঠহা।
অথবা পারিভদ্রস্য মূলেন বটিকা কৃতা।
তৈলেন পাচিতং তেষাং ভক্ষণাৎ কুষ্ঠনাশনং,
ঘৃতৈরুষ্ণোদকৈর্ব্বাপি সর্ব্বকুষ্ঠবিনাশনং।

অর্থাৎ

শ্বেত অপরাজিতার মূল বাটিয়া প্রলেপ দিলে কুষ্ঠ দূর হয়।

অথবা

পালিটামাদারের মূলের ১০ রতি পরিমাণ বটিকা করিয়া তৈলে পাক করিবে, তৎপর ঘৃত বা উষ্ণ জল অনুপানে সেবন করিলে কুষ্ঠরোগ বিনাশ হইবে।

৬। বিল্বনিম্বদলানাঞ্চ চূর্ণমামলকৈঃ সহ।
প্রত্যহং ভক্ষয়েদ্ যস্তু তস্য কুষ্ঠং বিনশ্যতি।

অর্থাৎ

বেলপাতা ও নিমপাতা চূর্ণ আমলকীর আম্ররস অনুপানে প্রত্যহ সেবন করিলে কুষ্ঠরোগ দূর হয়।

৭। সোমরাজস্য বীজানি নবনীতানি মেলয়েৎ।
মধুনা স্বাদিতানি স্যুস্তানি কুষ্ঠহরাণিবৈ।
কুশী * হরীতকী দূর্ব্বা তণ্ডুলশ্চার্কদুগ্ধকং।
কদলী বল্কলং শুষ্কং ক্ষারং কৃত্বাতু লেপনং।
শ্বেত-কুষ্ঠ-শমং কুর্য্যাৎ সাচীশাকস্য মূলকং॥

অর্থাৎ

১। সোমরাজের বীজের গুঁড়া (।০ আনা হইতে ॥০ তোলা) নবনী ও মধু দ্বারা সেবনে কুষ্ঠ দূর হয়।

২। কচি হরীতকী, আতপ চাউল, ছাগ দুগ্ধ ও কদলীর বাকল শুষ্ক ছালের ক্ষার দ্বারা প্রলেপ।

৩। সাচী শাকের মূল বাটিয়া প্রলেপে শ্বেত কুষ্ঠ ভাল হয়।

৮। ত্রিভাগং ত্রিকটু নিম্বং গুড়ূচীঞ্চ হরীতকীং।
ভাগৈকঞ্চ জলং পিষ্ট্বা সর্ব্বকুষ্ঠস্য নাশনং॥

অর্থাৎ

ত্রিকটু, নিম, গুড়ুচী ও হরীতকী সম পরিমাণে ৩ ভাগ জল ১ ভাগ দ্বারা বাটিয়া প্রলেপে সর্ব্ব প্রকারের কুষ্ঠ বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

অর্ব্বুদ রোগাধিকারে।

১। ভূমিকুষ্মাণ্ড মূলঞ্চ পিষ্ট্বা লোড্য জলেন তু।
পাচয়েদ্দুগ্ধফেণেন লেপাদর্ব্বুদনাশনং॥

* গ্রাম্য কথাও সংস্কৃতে সমান হয় না, তথাপি রাখা গেল

অর্থাৎ

ভূমিকুষ্মাণ্ডের মূল জলে বাটিয়া উষ্ণফেণ দ্বারা পাক করিয়া প্রলেপ দিলে অর্ব্বুদ রোগ দূর হয়।

বাঘী, ফোড়া, ব্রণাদি চিকিৎসা।

১। কাল মুরগীর ডিম্ব ও চিনি একত্র করিয়া বাঘীর উপরে দিলে বাঘী মিশিয়া যায়।

২। কাঁচা তুঁতিয়া ১ তোলা, কাঁচা দুগ্ধ ১/৴ পোয়া নিম্বপত্র রস ১ তোলা একত্র করিয়া বাঘীর উপরে দিলে বাঘী মিশিয়া যায়।

৩। হরিতাল ভস্ম ও দুগ্ধ মিশাইয়া বাঘীর উপরে দিলে বাঘী ফাটিয়া যায়।

৪। কুলের ছাল পাতা বাটিয়া ক্ষত স্থানে দিয়া বান্ধিয়া রাখিলে ক্ষত স্থান ভাল হয়।

৫। তুঁতিয়া ভস্ম ॥ তোলা, চূণ ।০ তোলা, ঘৃত ২॥ তোলা, মানকচুর পচলা ।০ তোলা বাটিয়া অগ্নিতে ছেঁকিয়া নেকড়ায় মাখিয়া ঘা মুখে দিলে ঘায়ের পচলা খাইয়া যায়।

৬। ভাঁইটের কসে তুলা মাখিয়া ঐ তুলার উপর গোলমরিচের গুঁড়া দিয়া কোন গেজ কি টেমের উপর পট্টি বান্ধিলে গেজ কি টেম ছোট হয়।

৭। পালিটা মান্দারের কুঁড়ী, তুঁতিয়া, শম্বুকের চূণ সমভাগে বাটিয়া ঘা মুখে দিলে ঘা শুখাইয়া যায়।

৮। ময়দা ১/৴ পোয়া, দুগ্ধ ১/৴ পোয়া, জল ১/০ ছটাক একত্র করিয়া জ্বাল দিয়া লেই প্রস্তুত করিয়া পরে ঘৃত ২ তোলা মিশাইয়া ঘায় পুলটীস দিলে ফুলা টানিয়া যায়।

৯। তিসি ৵০ ছটাক গুঁড়া করিয়া জল দ্বারা ছানিয়া ঘায় দিলে ঘায়ের ফুলা টানিয়া যায়।

১০। ডাব নারিকেল অর্থাৎ যাহার আচি (মালা) কালো হয় নাই অথচ মধ্যের নারিকেল লেওয়া অপেক্ষা কিঞ্চিৎ শক্ত, এরূপ নারিকেলের ছোলা ফেলিয়া তাহার আচির উপর গোলভাবে কয়েক অংশ কাটিলে নারিকেল দেখা যাইবে। সেই নারিকেল কোরাণী অথবা ঝিনুক দিয়া আচড়াইয়া নারিকেলের একটু একটু অংশ থাকিবে, অবশিষ্ট অংশ বাহির করিয়া ফেলিতে হইবে। তৎপর সেই নারিকেলের মধ্যে দধির মাখন ।০ পোয়া, আপাঙ্গের রস ।০ পোয়া, ছোট পেঁজ ১০।১২টী ছোট ছোট করিয়া কাটিয়া, এবং গাঁজা ১ তোলা দিবে। নারিকেলটির উপর মাটী ও গোময় দিয়া ছানিয়া লেপ দিবে। তৎপর পাট দিয়া জড়াইতে হইবে, পুনঃ লেপ দিবে, ঐ নারিকেল আচি ৩টি ঝিকের উপর রাখিয়া জ্বাল দিতে হইবে। জ্বাল দেওয়া সময় একখানা কাঠী দিয়া নাড়িতে হইবে। জলীয় অংশ কমিয়া যখন পেঁয়াজ লাল ভাজা হইবে, তখন ছাকিয়া যে ঘৃত ইত্যাদি থাকিবে, তাহা দ্বারা পিছলি ফোট কিংবা পৃষ্ঠাঘাত ইত্যাদি স্থানে বারংবার লেপ দিবে। ঘৃত ঠাণ্ডা হইলে লেপ দিবে, ইহাতে পিছালি ইত্যাদি ২৪ ঘণ্টায় বসিয়া যাইবে, অথবা পুঁজ হইলে ২৪ ঘণ্টায় ফুটিয়া যাইবে, তৎপর ঘার উপর ঐ প্রলেপে ৭২ ঘণ্টায় ঘা শুকাইবে, ইহা সমস্ত ঘায়ের অমোঘ ঔষধ। সন্ন্যাসিদত্ত বিশেষ পরীক্ষিত ঔষধ।

১১। পিষ্ট্বা কৃষ্ণতিলঞ্চৈব কাঞ্জিকৈঃ পাচয়েত্ততঃ।
তল্লেপো ব্রণহা ভদ্রে শোথঞ্চ বারয়েত্ততঃ॥

অর্থাৎ

কৃষ্ণতিল বাটিয়া কাঁজি দ্বারা পাক করিবে। ইহার প্রলেপে ব্রণ দূর ও ফুলা বিনাশপ্রাপ্ত হইবে।

১২। সমভাগোদকৈঃ পিষ্ট্বা মরিচং রক্তচন্দনং।
লেপাদারম্ভকে পূর্ব্বং বিস্ফোটব্রণনাশনং॥

গোলমরিচ ও রক্তচন্দন যতটুকু ততটুকু জল দ্বারা বাটিয়া ব্রণের আরম্ভে প্রলেপ দিলে বিস্ফোট ব্রণ নাশ হয়।

১৩। মহালস্য হি মূলঞ্চ পিষ্ট্বা তোয়া জলে মুদা।
গণ্ডশোথং ক্ষয়ং যাতি বিস্ফোটশ্চ তথৈবচ॥

অর্থাৎ

মহালের মূল জল দ্বারা বাটিয়া প্রলেপ দিলে গলাফুলা ও ব্রণ বিদূরিত হয়।

Prescribed by Dr. C. E. W. Bensley M. D.

Fatty Tumor

১৪। Ugnt. Hydrag dr. ii
Cerat Simplex dr. iii
Iodine—gr. ii
a small quantity to be rubbed
on the swollen part, Twice daily.

চক্ষুর উপরে কি অন্যস্থানে টিউমার
বা মেচতা হইলে তাহার অমোঘ ঔষধ।
অঙ্গুমেণ্টাম হাইড্রাজিরাই—২ড্রাম
ছিমপল ছিরাট—৩ ড্রাম
আইওডিন—২ গ্রেণ
স্ফীতস্থানে দিবসে দুইবার মালিস করিবে।

গলিত কুষ্ঠাধিকারে।

১। কাকড়ার মাটী জল দ্বারা গুলিয়া ছাকিয়া লইয়া রৌদ্রে শুখাইবে। পুরাতন তেঁতুল ঐ প্রকার প্রস্তুত করিয়া উৎকৃষ্ট সরিষার তৈল দ্বারা একত্র ছানিয়া হাতীশুঁড়ার পাতার রস দ্বারা ক্ষত স্থানে প্রলেপ দিবে, সন্ন্যাসিদত্ত মহৌষধ।

২। ভাঁইটের আগা ও রসুন প্রত্যেকে।০ আনা ওজন লইয়া এক মাস পর্য্যন্ত প্রত্যহ প্রাতে এক এক বার সেবন করিবে।

৩। বটকাষ্ঠ ও অশ্বত্থ-কাষ্ঠ সুন্দররূপ পুড়িয়া সাদা ছাই হইলে, একত্রে সমান পরিমাণ মিশাইয়া ষাঁড় কি গাভীর চোনায় মিলাইয়া প্রলেপ দিবে। পোড়াইলে (জ্বালা করিলে) অগ্নির দ্বারা সেক দিবে,তাহাতে ঐ স্থানটী ফাটিবে। তৎপরও প্রলেপ দিবে, রস পড়িতে পড়িতে রস বন্ধ হইলে ছাড়ান দিবে। তৎপর নিমকাষ্ঠ ঐরূপ ছাই করিয়া মনুষ্যের মূত্র দ্বারা মিলাইয়া প্রলেপ দিবে।

উপরোক্ত প্রলেপ দেওয়ার সময় নিম্নলিখিত ঔষধও সেবন করিতে হইবে।

বটের কুঁড়ী ১ তোলা, জাফ্রাণ ৵ আনা, গুজরাতি এলাচের গুঁড়া ৵০ আনা। ৮ রতি প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিয়া প্রত্যহ দুইবার ২টী, ব্যারাম আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত সেবন করিবে। ঠাণ্ডা-জল পান করিবে, কিন্তু অন্য সমস্ত ব্যবহারে অর্থাৎ মুখ ধৌত করিতে এবং শৌচ ইত্যাদিতে গরম জল ব্যবহার করিবে।

বদরসাধিকারে।

১। এক ছটাক টাটকা ঘৃতের সহিত কিঞ্চিৎ জাঙ্গাল জ্বাল দিতে দিতে অগ্নির মতন হইলে নামাইয়া গরম জল দ্বারা ঘা দিবসের মধ্যে ৫।৬ বার ধৌত করিবে, ইহাতে বদরসের বেশ উপকার হয়।

২। আপাঙ্গের মূল চিবাইয়া খাইলে ভিতরের দোষ নিবারণ হয়।

৩। মুদ্রাশৃঙ্গী ৷৹ আনা, তুঁতিয়া ।√৹ আনা, ঘৃত-কুমারীর পাতা ৪টা, ঘৃত /। পোয়া। লোহার কড়াতে প্রথম ঘৃত দিবে, তৎপর গরম ঘৃতে প্রথম দুইপদ ভাজিবে। পরে ঘৃতকুমারীর পাতা দিয়া জ্বাল দিবে। অগ্নি জ্বলিলে নামাইয়া তরল থাকিতে লোহার দণ্ড দ্বারা ঘুটিয়া মাষ-কলাই প্রমাণ তিনটী বড়ী, প্রাতে স্নান করিয়া পানের সহিত খাইবে, বৈকালেও ঐরূপ সেবন করিবে। বোয়াল, ইচা, পচা মৎস্য এবং হাঁসের ডিম্ব ভক্ষণ নিষেধ।

নালি ভরার চিকিৎসা।

১। আদা, পামরি খয়ের ও মানকচুর শিকড় বাটিয়া নেকড়ায় মাখিয়া নালির ভিতর দিবে।

২। মানকচুর শিকড়, ঢেঁকিলতার মূল, বালালতার মূল, লেংরার মূল একত্র ছেঁচিয়া একটু আদা সঙ্গে দিয়া

একখানা পরিষ্কার ধৌত করা কলার পাতা কেঁচিয়া তাহার উপর দিবে এবং তদুপরি বেলপাতা কি কুমার (কুমড়া) পাতা দ্বারা বান্ধিয়া রাখিবে।

৩। যতখানি নাল, ততখানি একটী মানকচুর শিকড় নালের মধ্যে দিবে, পরে যেটুক শিকড় যেদিন বাহিরে আসিবে, সেটুক কাটিয়া ফেলিবে। ক্রমে ক্রমে ইহাতেই নালি ভরিবে।

৪। কাছলার মূল ছেচিয়া একখানি কাঁচা নরমপাতের উপর বাটিয়া নালির উপর রাখিবে, তদুপরি ভেরণ পাতা দ্বারা বান্ধিবে।

৫। কতটুক ভেড়ার দুগ্ধের সহিত কতটুক কাপড় পোড়া ছাই ও অতি অল্প আফিং মিশ্রিত করিয়া তেনায় (নেকড়া) মাখিয়া নালিতে দিবে।

৬। বড় চোত্রার শিকড় নালির মধ্যে ভরিয়া রাখিলে ক্রমে ক্রমে নালিঘা ভরিয়া যায়।

৭। আইঠালির মূল, বাবলার মূল, এবং আদা সমভাগে বাটিয়া কেচা নরম পাতের উপর রাখিয়া ঘায়ের উপর দিয়া রাখিবে।

৮। কাঁচা তিলের তৈল ⁄। পোয়া, গাভীর মূত্র ⁄॥ সের, তুঁতিয়া চূর্ণ ২ তোলা, গাঁজা ২ তোলা, তৈল গরম করিয়া শীতল হইলে পুনরায় গোমূত্র সহ জ্বাল দিয়া চোণা শেষ হইলে তুঁতিয়া চূর্ণ দিবে, অল্প পরে গাঁজা দিয়া গাঁজা ভাজা হইলে নামাইবে। ক্ষত স্থান চোনা কি নিমপাতা সিদ্ধ জলদ্বারা ধৌত করিয়া এই তৈল দিবে।

৯। চাটকাটার মূল ঘায়ের মধ্যে দিবে। যত ঘা শুখাইবে, তত মূল কাটিয়া ফেলিবে।

১০। হেলেঞ্চার সাদা শিকড় কুচি কুচি করিয়া কাটিয়া কাঁচা নরম পাতার উপর করিয়া ঘায়ের উপর রাখিবে এবং আর একখানা নরম পাতা দিয়া বান্ধিবে। বিশেষ পরীক্ষিত।

১১। আপাঙ্গের একটা পাতা একটু লবণ দ্বারা হাতে মর্দ্দন করিয়া একটু নেকড়া মাখিয়া যে পর্য্যন্ত যায়,ঐ নেকড়া নালি মধ্যে দিবে। ৪ দণ্ড পরে বাহির করিয়া ফেলিবে, পরে টিপিয়া ক্লেদ বাহির করিয়া ঐ পাতার লাল পৃষ্ঠা ঘায়ে লাগাইবে।

১২। পেঁয়াজ পুড়িয়া ১ তোলা, চিনি।০ আনা, নীল।০ আনা, একত্র করিয়া পেঁজের রসদ্বারা বাটিয়া নালি স্থানে দিবে।

নালি ভরার জোলাপ।

১। রস।০ আনা, হিঙ্গুল।০ আনা, রস-সিন্দূর।০ আনা, তামাক ৫ তোলা, রাবগুড় দ্বারা মাখিয়া দুই বেলা ৪বার হুকায় টানিবে। লবণ ও জল খাওয়া নিষেধ।

নালি ভরার মুখ-জোলাপ।

১। রস।০ আনা, কুড়।০ আনা, জাতিফল।০ আনা, জৈত্রিক।০ আনা, লবঙ্গ।০ আনা, পানের রসে বাটিয়া ৭টী বটিকা করিয়া ৭ দিন খাইবে। অনুপান ডাবের জল। লবণ ও জল খাওয়া নিষেধ।

২। লবঙ্গ ৵০ আনা, জাতিফল ৵০ আনা, হিঙ্গুল ৵০,

তাল ৵০ আনা, নৈলের রস।০, বাটিয়া ৭টী বটী ৭ দিন সেব্য। অনুপান নৈলের ছালের রস।

নালি ঘা (বদরসের বড়ি)।

১। হিঙ্গুল।০ আনা, মোম ৵০ আনা, ঘৃত ৪ তোলা, মুদ্রাশৃঙ্গী /০ আনা, ২৪ আঙ্গুল নেকড়া একত্র করিয়া জ্বাল দিবে। ৪টা বাতি করিয়া নলের চোঙ্গে করিয়া ঐ বাতিতে অগ্নি দিয়া টানিবে।

নালিঘার (বদরসের) গোল।

১। লবঙ্গ।০ আনা, জৈত্রিক।০ আনা, কর্পূর।০ আনা, এলাচ।০ আনা, তুঁতিয়া পোড়া।০ আনা, পাগরি খয়ের।০ আনা, লৌহকল।০ আনা, একত্র করিয়া লেবুর রস দিয়া বাটিয়া ঘায় দিবে।

২। বদরিকা-বৃক্ষের কয়লা ১, আপাঙ্গের মূলের গুঁড়া ॥০, আফিং ৵০, আকনের মূল চূর্ণ ॥৯ তোলা, হিঙ্গুল /০ আনা একত্র করিয়া জলে বাটিয়া ১৪টী বটিকা করিয়া হুকায় টানিবে।

৩। তুঁতিয়া ১, সোহাগা ১, লোহার কল ॥০, জঙ্গী হরীতকী ॥০, খয়ের ॥০, তেঁতুল চটাভস্ম ॥০, সুপারী ॥০, এবং চাউল ॥০ তোলা, একত্রে কেস্থর্য্যের রসে বাটিয়া গোল তৈয়ার করিয়া ঘায় দিবে।

৪। প্রথম দিন সোহারা ১, বিষকাঁটালি ১৫ তোলা, পরদিন সোহারা ৵০, বিষকাঁটালি ৭॥ তোলা, তৎপরদিন সোহারা।০ আনা, বিষকাঁটালি ৫ তোলা, ইহা ৩ দিন খাইলে বাত (উপদংশ) আরোগ্য হয়।

শ্বেতকুষ্ঠাধিকারে।

১। মুণ্ডী (বাণিয়াতি) /১ সের, /৪ সের জল একত্রে বকযন্ত্রে (মদের ভাটিতে) চুয়াইয়া /১ সের হইবে। এক ছটাক এক এক দিন খাইবে, ১৪ দিন খাইবে।

২। কালো গাইয়ের চোনা প্রত্যহ প্রাতে আধ ছটাক সেবন, প্রত্যহ নিম্নলিখিত প্রলেপ ব্যবহার। কালো গাই-এর চোনা ও প্রবাল। যে পরিমাণ প্রবাল, সেই পরিমাণে সোমরাজির বিচির গুঁড়া, অশ্বত্থগাছের যে স্থানে সূর্য্যরশ্মি প্রথম উদয় সময় পতিত হয়, ঠিক সেই স্থানের ছাল। এই ছাল প্রবাল যে পরিমাণ, সেই পরিমাণ, এই ৪ পদ একত্র করিয়া প্রলেপ। প্রলেপে চোনার পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট নাই। জনৈক বন্ধুর বিশেষ পরীক্ষিত ঔষধ।

৩। ষাঁড়ের চোনা /৮ সের, কাল তিলের তৈল /১ সের, জল-বিছুটী বা জলচোতরার শিকড়ের রস /৴৹ পোয়া, নিমের শিকড়ের রস /৴৹ পোয়া মাটীর হাঁড়িতে করিয়া ঘুটিয়া দিয়া জ্বাল দিতে হইবে, পরে /২ সের থাকিতে নামাইয়া শ্বেতস্থলে মালিস করিবে।

৪। জিনের মূল ১ তোলা, শঠীর পালো ১ তোলা একত্রে মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিবে। স্বপ্নদত্ত শ্বেতী-রোগের ঔষধ।

৫। সাচী শাকের মূলের প্রলেপে শ্বেতকুষ্ঠ বিদূরিত হয়।

পায়ের আঙ্গুলের মধ্যের চিপা ঘায়ের ঔষধ।

১। কাফিলা গাছের নরম পাতা কচলাইয়া দিতে হইবে। কয়েক দিন ব্যবহার করিলেই পায়ের অঙ্গুলির চিপা ঘা আরোগ্য হয়।

দাউদের ঔষধ।

১। বন এলাচির (কাল কাসুন্দি) দাইল ১ তোলা, কাঁচা দুগ্ধের দধি ১ ছটাক, মেটে সিন্দূর ১ তোলা, চিনি ১ তোলা, শ্বেত-ধূপের গুঁড়া ১ তোলা মিলাইয়া প্রলেপ দিবে।

আঁচিলার ঔষধ।

১। সাজিমাটী, তুলসী ও লেয়া চূণ সমভাগে মিলাইয়া প্রলেপ দিয়া একদিন রাখিলে, তৎপরদিন মর্দ্দন করিলে আঁচিলা খসিয়া যায়। ঔষধ দেওয়ার পূর্ব্বে চুলকাইয়া ঔষধ ব্যবহার করিবে। আঁচিলার মহৌষধ জানিবে।

কুনখ (কুনী)

১। তুঁতিয়া ভস্ম, মুদ্রাশৃঙ্গি ভস্ম খোলায় ভাজা সমান ওজন কেনিতে দিবে।

পোড়া ঘায়ের ঔষধ।

১। নারিকেল তৈল, ডাবের জল, শ্বেত ধুনা মিশাইয়া বিশেষরূপ রগড়াইয়া ঘায়ে দিবে।

২। তিল তৈলৈর্যবান্ দগ্ধ্বা সমং কৃত্বাতু মেলয়েৎ
তৈলেন লেপয়েৎ তূর্ণমগ্নিদগ্ধঃ সুখী ভবেৎ॥

অর্থাৎ

তিল তৈলে যব দগ্ধ করিয়া বাটিয়া মিশাইবে। তৎপর ঐ তিল দ্বারা প্রলেপ দিলে অগ্নিদগ্ধ ব্যক্তি সুখ লাভ করিবে।

৩। তিলৈশ্চৈবাগ্নিনা দগ্ধং যবভস্মসমন্বিতং
অগ্নিদগ্ধ ব্রণং নশ্যেদনেনৈবোপলেপনাৎ॥

অর্থাৎ

তিল পুড়িয়া ও যবভস্ম করিয়া একত্রে মিলাইয়া দগ্ধ স্থানে প্রলেপ দিলে অগ্নি-দগ্ধ ব্রণ নষ্ট হয়।

হাত পায়ে বিষ লাগিলে চিকিৎসা।

১। পিঠা করার ছাল লবণ দিয়া বাটিয়া প্রলেপ দিবে। পচিলে কলমির লতার প্রলেপ দিবে।

২। কানাই লতার পাতা ডাঁটা, আদার সহিত আধা ছেচা করিয়া পুরু করিয়া লাগাইবে, তদুপরি নেকড়া দিয়া বান্ধিয়া জল দিয়া ভিজাইবে। ১২ ঘণ্টা রাখিবে। ২।৩ বার বদলাইবে। ইহাতে পাকিবে, তৎপর পিক বাহির করিয়া পুনঃ ঐ ঔষধ লাগাইলে শুখাইবে। জনৈক বন্ধুলোকের বিশেষ পরীক্ষিত।

রস কাউর (বিকাচ ঘা) চিকিৎসা।

১। মহিষের মাথার চাড়া ভস্ম ও গন্ধক সমভাগে লইয়া তিল তৈল মিশ্রিত করিয়া দিবে।

২। কাছলার মূল ছেচিয়া দুইটী বটপত্রের মধ্যে রাখিয়া বট পত্রের পিঠ ঘায়ের দিকে দিয়া বান্ধিলে ৭ দিনে বিখাচ শুখাইবে।

কাটাঘায়ের রক্ত বন্ধ করার ঔষধ।

২। আকানিধির রস বা দূর্ব্বার শিকড় চিবাইয়া কি ছেচিয়া ঘায়ের উপর দিবে।

টাকপড়ার ঔষধ।

১। কুঙ্কুম ও মরিচের সহিত তৈল পাক করিবে। পাক কালে তেলাকুচ পুষ্পের রস দিবে। ঐ তৈল মস্তকে লেপন করিবে।

বমনাধিকারে।

১। পুদিনা ২ তোলা, মৌরী ৬ মাষা, বড় এলাচির দানা ৩ মাষা, মিছরী ২ তোলা, গোলমরিচ ২ মাষা, অর্দ্ধ সের জল দিয়া সিদ্ধ করিয়া।/০ ছটাক থাকিতে নামাইয়া একটু ২ করিয়া খাইবে। বমন নিবারণ ও পৈত্তিক বারণ হইবে।

অরুচি রোগাধিকারে।

১। কচি দাড়িম্বের রস, জীরা, চিনি, মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া মুখে ধারণ করিবে।

২। পুরাতন তেঁতুল ও গুড়ের জলে, দারুচিনি, এলাচ ও গোলমরিচ চূর্ণ মিলাইয়া কবল করিবে।

৩। আহারের অব্যবহিত পূর্ব্বে চোকলা ফেলান তিল বাটিয়া দন্ত ও মুখমার্জ্জনপূর্ব্বক মুখ ধৌত করিয়া, আহার করিলে, মুখরুচি হয়। বিশেষ পরীক্ষিত।

শুক্ল কেশ কৃষ্ণবর্ণ করার ঔষধ।

১। লৌহ মল, জবাপুষ্প, আমলকী একত্র পেষণ করিয়া, মস্তকে মালিস করিলে ৩ মাসে শুক্লবর্ণ কেশ কৃষ্ণবর্ণ হয়।

হঠাৎ শরীর অবশ হইলে চিকিৎসা।

১। ভেরণ তৈল অথবা সর্ষপ তৈল /।০ পোয়া, হাগড়া পাতার রস /৵ পোয়া, কনক ধুতরার রস /৵ পোয়া, বিষ-কাঁটালির রস /৵ পোয়া, মাদার পাতার রস /০ ছটাক, সৈন্ধব লবণ / ছটাক। একত্রে ৩ দিবস রৌদ্রে দিয়া মালিস করিলে উপরোক্ত রোগ নিশ্চয় আরোগ্য হইবে।

কেশ দীর্ঘ ও ঘন করার ঔষধ।

১। ভেলা, কৃষ্ণতিল, কণ্টিকারির ফল সমভাগে লইয়া তণ্ডুলোদকের সহিত পেষণ করিয়া লেপন করিলে কেশ দোষ নিবারণ হয়।

২। তিল বৃক্ষের মূল, গব্য দুগ্ধ ও লোধ পেষণ করিয়া গব্য ঘৃতের সহিত সপ্তাহ লেপন করিবে।

বাতাধিকারে

১। পুরাতন ঘৃত /১ সের বা খাটি সরিষার তৈল ১ সের, কেঁচুয়ার ক্ষীর /১ সের, ছোট পেঁজের রস /১ সের, জায়-ফল /০ ছটাক, লবঙ্গ /০ ছটাক, জয়ত্রী /০ ছটাক, দারুচিনি /০ ছটাক, কুচিলা /০ ছটাক। কুচিলা সিদ্ধ করিয়া ছাল ফেলিয়া চূর্ণ করিয়া ঘৃত কি তৈলে ঐ রস সমস্ত একত্রে লোহার কটাহে জ্বাল দিয়া ৷৵০ আনা রস কমিলে নামাইয়া ছাকিয়া পুনঃ জ্বালে চড়াইয়া /৵০ পোয়া কেঁচুয়ার ক্ষীর ও চূর্ণ সমস্ত দিয়া রস কমিলে সমজ্বালে তৈল কি ঘৃত থাকিতে নামাইবে। প্রাতে ও বৈকালে অবশ স্থানে মালিস করিবে। মালিস করিয়া কুল কাঠের অগ্নি করিয়া আকন পাতা দ্বারা সেক দিবে। তৈল ॥ আধ রতি প্রমাণ ৩ বেলা পানের সহিত সেবন করিবে। ইহা বাত ব্যাধি পৃষ্ঠাঘাতের মহৌষধ।

২। সরিষার তৈল /৪ সের, গোচোনা ।৬ সের, বন্যার শাস /২ সের, বিষকাঁটালি /২ সের, হাগড়া /২ সের, ধামনা লতা /২ সের, বিষকচু /১ সের, কেচকির মূল /২ সের, উক্ত চোনায় ভিজাইয়া ১০।১২ দিন পরে ছাকিয়া জ্বাল দিয়া /৪ সের থাকিতে নামাইয়া তৈলের মুচ্ছা ভাঙ্গিয়া তৈলে দিবে, পরে মরমরিয়া লতার রস /।০ পোয়া, আদার রস /।০ পোয়া, মঞ্জিষ্ঠা ১৬ তোলা, বিষ ৪ তোলা, খাটাসি ১ তোলা দিয়া মিশ্রিত করিয়া ঐ তৈল বাতব্যাধি-ক্ষেত্রে, রসবদ্ধ ও গাঁঠিয়া বাত স্থানে লেপন করিলে বিশেষ উপকার হয়।

৩। সীসা ২ তোলা, স্বর্ণমাক্ষী ১ তোলা, স্বর্ণ ॥ তোলা বিমল (প্রবালের ন্যায় অতিশয় লালবর্ণের), ॥০ তোলা, লৌহ ২ তোলা, অভ্র ২ তোলা, ফটিক ২ তোলা, ত্রিকটু ৬ তোলা, রেণুকা ২ তোলা, ভাবনা ত্রিফল দ্বারা ৩০টী, ৩ রতি প্রমাণ বটী হইতে ⁄০ আনা পর্য্যন্ত।

৪। গুই সর্পের তৈল ও ইঁদুর একত্রে জ্বাল দিয়া সুসিদ্ধ হইলে ছাকিয়া লইয়া প্রত্যহ মালিসের সময় হিঙ্গুল অল্প পরিমাণে ঘসিয়া মিশ্রিত করিয়া মালিস করিলে হাত পায় বাতব্যাধি হইলে ভাল হয়।

৫। প্রাতে ঘুটিয়ার ছাই বিষকাঁটালির রসে মিলাইয়া প্রলেপ, বৈকালে কাকড়ার মাটী ও পুরাতন তেঁতুল একত্র মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিবে, সন্ন্যাসিদত্ত মহৌষধ।

কামলাধিকারে।

১। পাথর চুণা ২ মাষা হইতে ৩ মাষা পর্য্যন্ত সেবনে কামল রোগ ভাল হয়।

২। দধির ঠিক মধ্যস্থলে আইটালির মূলের রস ⁄।০ পোয়া দিয়া পরে চারিধার দিয়া দধি খাইবেক, যে পর্য্যন্ত তিক্ত বোধ না হয়, সে পর্য্যন্ত খাইবে। পরীক্ষিত।

৩। লোহাকড়া গাছের কস দ্বারা চক্ষুতে ফোট দিলে কামল রোগ সারিয়া যায়।

৪। পাথর চুণ ২ মাষা সভরি (মর্ত্তমান) কলার মধ্যে ভরিয়া খাইতে দিবে, ৩ দিন খাইলেই আরোগ্য হইবে।

৫। বান্দাইল ফল (বানিযাতি) জলে ভিজাইলে তাহার কস বাহির হইবে। জল সমেত ৪ ফোট একদিন

নাসাদ্বারা টানিতে হইবে, ইহাতে জল নির্গত হইতে থাকিবে।

৬। ঘোষাফলমবঘ্রাতং পীতকামলনাশনং।
অথবা নস্যং সংকুর্য্যাদ্ গুঞ্জাবীজং দ্বিভাগিকং।
দুষ্টশ্লেষ্মানি নিঃস্বত্য কামলান্মোচয়েৎ নরং॥

অর্থাৎ

১। হরিদ্রা রং কামলা রোগ জন্মিলে ঘোষাফলের নস্য করিবে।

২। সোণকাইচ (যাহা দ্বারা রতি প্রমাণ ওজন হয়) একটী দুই ভাগ করিয়া তাহার এক ভাগের মধ্যের শাস বাটিয়া নস্য করিবে, তাহাতে দুষ্ট শ্লেষ্মা নির্গত হইয়া কামলা রোগ আরোগ্য হইবে।

৭। আইঠালির ২ তোলা ছাল বাটিয়া কাঁচা দুধের দধি ও চিড়া মিশ্রিত করিয়া যত খাইতে পারে, তত খাইলে রোগীর ১ দিনেই কামল রোগ সারিয়া যাইবে।

বাতের বেদনাধিকারে।

১। ভেলা ১ তোলা, ঝুনা নারিকেল ১॥ তোলা, ইক্ষু-গুড় ২॥ তোলা একত্রে মিশ্রিত করিয়া ৬ মাযা করিয়া খাইবে।

রসের ও বদ্ধবাতের ঔষধ।

১। কালী দামনার লতার গিড়া ফেলিয়া এক এক পাব চিরিয়া মধ্যের শাস ফেলিয়া চেপটা করিয়া তাহাতে

লবণ ভাজা মাখিয়া ফুলা ও বেদনাস্থানে লাগাইবে, তৎপর কলার মাইজ দিয়া তাহার উপর নেকড়া দিয়া বান্ধিবে। সন্ধ্যাকালে বান্ধিবে, সমস্ত রাত্রি থাকিবে, ইহাতে অনেক লোট সরিবে। তৎপর প্রাতে গরম জলে ধৌত করিবে। বিশেষ পরীক্ষিত।

২। জুগীর কাঁথা (ছোট গিমার ন্যায় লতান গাছ) কতক ও পেতী ভেরণের শাঁস কতক ও সৈন্ধব লবণ একত্রে পেষণ করিয়া গরম করিবে, গরমাবস্থায় প্রাতে ২।৩ দিন প্রলেপ দিবে। বিশেষ পরাক্ষিত।

৩। উপরোক্ত ২ নম্বরের ঔষধ ব্যবহার করিয়া তৎপর তার্পিন /৵ পোয়া হংসডিম্ব ১টীর লাল অংশ, কর্পূর ২ তোলা পুরাতন ঘৃত ২ তোলা, শুণ্ঠী ২ তোলা, আফিং ।০ আনা মিলাইয়া কয়েক দিন মালিস করিবে। বিশেষ পরীক্ষিত।

৪। পেতি ভেরণের তৈল /১ সের, বিষকাঁটালির রস (গাছপাতা সমেত) /২ সের, হাগড়ার রস (গাছপাতা সমেত) /২ সের, বন্যার ছাল পাতার রস /২ সের, কুচুটী মূলের রস /। পোয়া, কালীধামনার ডাঁটা ও পাতার রস /১ সের, আদার রস /॥ সের, বিষকচুর মূলের রস /৵ পোয়া এই তৈল জ্বাল দিয়া মালিস করিবে। বদ্ধবাতের অমোঘ ঔষধ। সন্ন্যাসিদত্ত অত্যুৎকৃষ্ট ঔষধ।

উদরী রোগের ঔষধ।

১। শোধিত পারা, গন্ধক, সীসা, বঙ্গ, ফিটকারী, নিশাদল ১ তোলা করিয়া ঘৃতকুমারীর পাতার রস দিয়া মর্দ্দন

করিয়া মাটীর পাত্রে ঢালিয়া ঘুটিয়া দ্বারা জ্বাল দিবে। পরে ৩ বার ঘৃতকুমারীর রসে জ্বাল দিবে। ঘন হইলে নামাইবে। ৭ দিবস ২ মাষা করিয়া ২ বেলা সেব্য।

বহুমূত্রাধিকারে।

১। বড় খোরাসানি জৈন (বানিয়াতি) ১ মাষা, কালা তিলের চাউল ১ তোলা, ইক্ষুগুড় ১॥ তোলা একত্রে বাটিয়া ১টী বটিকা সেবন করিবে। ১টীতেই কার্য্য হইবে। ১টীতে না হইলে দুটী, ২টীতে না হইলে ৩টী পর্য্যন্ত সেবন করিবে, ইহার অধিক সেবন করিবে না। ১টীতে হইলে আর সেবন করিবে না, কারণ প্রস্রাব বন্ধ হইতে পারে।

২। ধাত্রী ফলস্য স্বরসং মধুনা চ পিবেৎ সদা।
বহুমূত্রং ক্ষয়েৎ দেবি ক্ষারঞ্চ বাসকস্য বা

অর্থাৎ

আমলকীর আত্মরস মধু প্রক্ষেপে বারংবার পান করিবে অথবা বাসকের ক্ষার সেবন করিবে। ইহাতে বহুমূত্র নিবারণ হয়, মহাদেব দেবীকে বলিয়াছেন।

৩। বাতি অথচ অপক্ক শভরি কলা কাটিয়া শুখাইয়া নিফাসগুঁড়ি নেকড়া ছেকা করিয়া ঐ গুঁড়া ।০ আনা, ইক্ষু চিনি ॥০ আনা একত্রে ৫।৭ দিবস প্রাতে সেবন করিবে। পরীক্ষিত উৎকৃষ্ট ঔষধ।

হাত পা মচকাধিকারে।

১। আকানিধি ছেচিয়া পট্টী অদ্য যে সময় বান্ধিবে, কল্য সে সময় খুলিবে

২। রক্তভাণ্ডিলের মূলের ছাল, আদা, হাড়ভাঙ্গা লতা বাটিয়া পট্টী দিয়া আজ যখন বান্ধিবে, কল্য সেই সময় খুলিবে।

৩। সজিনার কস ও গোলমরিচ একত্রে বাটিয়া গরম করিয়া বারংবার প্রলেপ দিবে। পরীক্ষিত মহৌষধ।

৪। মুসাব্বর, আদা, গোলমরিচ একত্রে পেষণ করিয়া গরমান্তে প্রলেপ দিলে রস, মচকার ফুলা বেদনা ইত্যাদি ভাল হয়। পরীক্ষিত উৎকৃষ্ট ঔষধ।

৫। গাভীর চোনা ও শুণ্ঠী নিফাস করিয়া বাটিয়া প্রলেপ দিবে। পরীক্ষিত চমৎকার ঔষধ।

৬। কৈয়া কচার কুঁড়ী ৩ গণ্ডা, ভাং ৵০ আনা, আতপ চাউল ১ তোলা, আদা ২ তোলা, উনানের পোড়া মাটী ৵ ছটাক বাটিয়া উষ্ণ করিয়া প্রলেপ দিয়া কলার নরম পাতা দিয়া বান্ধিবে। বিশেষ পরীক্ষিত।

৭। কেচ্‌কির মূল যতটুক, আদা ততটুক এবং এক কোয়া রসুন একত্রে বাটিয়া গরম করিয়া পুরুভাবে প্রলেপ দিয়া বান্ধিবে। পরীক্ষিত ঔষধ।

৮। কনক চাঁপার ছাল বাটিয়া গরম করিয়া লাগাইলে কোনও স্থান ফুলিলে তাহার বিশেষ উপকার হয়।

রসাধিকারে।

১। লঙ্কা মরিচ, হাড়গুজির শিকড় জল দিয়া বাটিয়া রসস্থানে পূর্ব্বে সরিষার তৈল দিয়া পরে উক্ত ঔষধ দ্বারা পট্টী বান্ধিবে।

২। তিল তৈল ⁄১ সের, জয়পালের পাতার রস ⁄৪ সের, কুড় ⁄৵ পোয়া, কুচলা ⁄৵ পোয়া, এই চারিপদ একত্র করিয়া জ্বাল দিয়া কামড়ি ও বেদনা স্থানে দিবে।

৩। তিল তৈল ⁄১ সের, কুড় ⁄৵ পোয়া, পানের রস ⁄৪ সের, কুচলা ⁄৵ পোয়া একত্রে জ্বাল দিয়া লাগাইবে। ছোট ২ বিচি হইয়া আরোগ্য হইবে।

৪। আদা ২ তোলা, পানের বোঁটা ১ তোলা, কাছলার মূল ১ তোলা, কাফিলার কস ১ তোলা, গন্ধক ১ তোলা, ছোট দামড়া বাছুরের গোবর,সজিনার কস ১ তোলা, সিমুলের কস ১ তোলা একত্রে বাটিয়া পট্টী দিলে মাজায় রসবদ্ধ হইয়া মাজা ধরিলে উহা আরোগ্য হয়।

৫। কোন স্থান ভাঙ্গিলে কি চোট পাইয়া রসাবদ্ধ হইলে, কি ফুলিলে ঐ স্থানে হরিণা বিষ বাটিয়া মাখিয়া কদম-পাতা দ্বারা বান্ধিয়া রাখিলে রোগ শান্তি হয়।

৬। জৈন ⁄ আনা,ধনিয়া ⁄ আনা, হরীতকী ৻১০ আনা, চিরতা ৻১০ আনা, ক্ষেতপাপড়া ⁄০ আনা, একত্রে ছেঁচিয়া ⁄৪ সের জল দিয়া পাক শেষ ⁄১ সের নামাইয়া, ॥ সের সেব্য এই পাচন কয়েক দিবস ব্যবহার করিলে রসের কামড়ির উপকার হয়।

৭। গোরস্তন ॥ সের, কলমির লতা ॥ সের নিসিন্ধা-পাতা ॥ সের, বড় চোতরা পাতা ॥ সের, জল ⁄৬ সের দ্বারা জ্বাল দিয়া ভাবনা দিবে। রসে গ্রন্থি ধরিলে ২।৩ দিনে আরোগ্য হইবে। ৭ দিনে মহারোগ আরোগ্য হয়, চমৎকার ফলপ্রদ ঔষধ।

৮। গান্ধাপাতা লবণ দিয়া হাতে রগড়াইয়া রস (মচ্‌কা-রস) স্থানে মালিস করিলে উক্ত রসের শান্তি হয়।

বেদনাধিকারে।

১। ত্রিফলা ৬ তোলা, মুথা ২ তোলা, দারুচিনি ২, তেজপত্র ২, এলাচি ২, নাগকেশরের রেণু ২, জৈন ২ তোলা, ত্রিকটু ৬ তোলা, ধনিয়া ২, মৌরী ২ তোলা, সলিফা ২, লবঙ্গ ২ তোলা, তেউড়িয়া ১৬ তোলা, সোণামুখী ১৬ তোলা, হরীতকী ৬৪ তোলা, প্রত্যেকের চূর্ণ লইয়া ইক্ষুচিনি ২৫৬ তোলা দ্বারা রীতিমত পাক করিবে। কোন মতে পাক কড়া না হয়। ১ তোলা পরিমাণ উষ্ণ দুগ্ধ সহ পান করিবে।

২। আনারসের মাইজ ৪ তোলা, কালীজীরা /।০ পোয়া, থানকুনি পাতা ৪ তোলা, /১ সের জলে জ্বাল দিয়া /। পোয়া থাকিতে নামাইয়া, ছটাক পরিমাণ সেব্য। সাধারণ বেদনা তৎক্ষণাৎ আরোগ্য হইবে।

৩। আমলকীর রস /১ সের, ইক্ষুরস /১। সের, শত্রুর গাঠার রস /১। সের, গোদুগ্ধ /৪ সের, যবধান্য ৮ তোলা, ভূমিকুষ্মাণ্ড ৮ তোলা, লবঙ্গ ১, জাতিফল ১, যত্রিক ১, লৌহ ১২ তোলা, অভ্র ২, জৈন ১, নাগকেশরের রেণু ১, তালিশ পত্র ১, দারুচিনি ১, তেজপত্র ১, ধনিয়া ১, ত্রিকটু ৩, ত্রিফলা ৩, মুথা ১, রক্তচন্দন ১ তোলা চূর্ণ করিয়া রস গুলি দিয়া লৌহপাত্রে পাক করিবে। দিবসে ৩ বার সেব্য।

কফজ বেদনাধিকারে।

১। পুরাতন ঘৃত /০, তাপিন ৵০, স্প্রীট সরাপ /।০ পোয়া, আফিং ১ তোলা, কর্পূর ১ তোলা গুঁড়া করিয়া মালিস করিলে কফজ্বরে বুকে পিঠে বেদনা আরোগ্য হয়।

নাভি বেদনাধিকারে।

১। কাছলার মূল পদতলে মর্দ্দন করিলে নাভী বেদনা আরোগ্য হয়। ঐ মূল করে বন্ধন করিলে অতিসার রোগেরও উপকার হয়।

২। আমরুলির রস চক্ষুতে দিলে চক্ষু বেদনা বিনাশ হয়, নাভি বেদনা ও অতিসারেরও উপকার হয়।

কফাধিকারে।

১। গুরুচি ১২ তোলা, লবঙ্গ ১ তোলা, সৈন্ধব লবণ ১ তোলা, জল ॥ সের দিয়া জ্বাল দিয়া শেষ ৵ পোয়া, ২॥ তোলা পরিমাণ সেবন করিবে।

২। আইঠালির কাঁচা ফল বিচিসহ ৪ গণ্ডা, পিপ্পলির ডাঁটা ৪ তোলা, গোলমরিচ ১ তোলা, আপাঙ্গের ডাঁটা ১ তোলা, সৈন্ধব লবণ ১ তোলা, জল ৩২ তোলা, পাক শেষ ৮ তোলা। কফ নির্গত হইতে আরম্ভ হইলে শুণ্ঠী ১ তোলা দিয়া ঐ ঔষধ নূতন জ্বাল দিয়া পুনরায় সেবন করিবে। কফ নির্গত না হইলে শুণ্ঠী দিবে না। কফ বুকে বদ্ধ হইলে ইহা সেবনে আরোগ্য হইবে।

পৃষ্ঠাঘাত ব্রণাধিকারে।

১। কানাইলতার পাতা বাটিয়া আদা দ্বারা সেবন করিলে পৃষ্ঠাঘাত ব্রণ ভাল হয়।

বসন্ত রোগাধিকারে।

১। তাল মোথনার শিকড় ২ তোলা, ॥ সের জলে ভিজাইয়া ৩ ঘণ্টা পরে শিকড় উঠাইয়া ফেলিয়া ঐ জল সমস্ত

শরীরে লেপন করিবে এবং পরিত্যক্ত শিকড়ের ৵ আনি জল দিয়া বাটিয়া ৩টী বড়ি করিবে। ঐ তিন বড়ি প্রাতে বৈকালে এবং সন্ধ্যায় সেব্য। এইরূপ ৩ দিন খাইবে।

আমাশয়াধিকারে।

১। খুদ্ কেছুয়ার একটী মূল প্রাতে পানের সহিত, মধ্যাহ্নে এবং সন্ধ্যায় একটী একটী মূল পানের সহিত সেবন করিবে। একদিনেই ভাল হইতে পারে, নতুবা পরদিবস ঐরূপ সেব্য। পানের সহিত নিয়মিত মত মসলা ও চূর্ণ খাইতেও পারে।

২। এক কড় পরিমাণ ৭টা বটের কুঁড়ী, অর্দ্ধ ছটাক ইক্ষুগুড়, অর্দ্ধতোলা জীরা এবং অর্দ্ধ তোলা বাসী জল একত্রে মিশ্রিত করিয়া প্রাতে ২।১ দিবস পান করিবে, এইটী বিশেষ পরীক্ষিত।

৩। কানাই লতার (কান্ধালিয়া লতা) আগা ৭।৮।১০টা অল্প লবণ দিয়া হাতে রগড়াইলে লোদ হয়। ঐ লোদ ঘাড়ের উচ্চ হাড়ে দিনে দুইবার মালিস করিবে। এক এক ঘণ্টা পর্য্যন্ত এক একবার মালিস করিবে। অল্পদিনের আমাশয় হইলে ১ দিনেই আরোগ্য হয়। অনেক দিনের হইলে ২।৩ দিনে আরোগ্য হয়। বিশেষ পরীক্ষিত।

৪। একটী কাঁচা বেল দুই খণ্ডে কাটিতে হইবে। প্রত্যেক খণ্ডের মধ্যে ৫।৫টী ছিদ্র করিতে হইবে। প্রত্যেক ছিদ্রে দুই খণ্ডেই লবণ, জৈন, বাঙ্গলা কর্পূর, ইক্ষুগুড় ও ইক্ষুচিনি ভরিয়া দুই দিকেরই চিনি ইত্যাদি বস্তু

সমসূত্রে পড়িবে। তৎপর দুইখণ্ড একত্র করিয়া পাট দিয়া বান্ধিয়া ও মাটীর লেপ দিয়া অগ্নিতে পুড়িবে। পোড়া হইলে মধ্যের বস্তু একত্র হইবে, তাহা ছানিয়া বিচি ফেলিয়া ঐ বস্তু দুই দিন কি এক দিন খাইবে, ইহা আমাশয় ও রক্তামাশয়ের অমোঘ ঔষধ।

রক্তামাশয়াধিকারে।

১। দাড়িম্বের পাতা ১ তোলা, গোলমরিচ ১২টা বাটিয়া এক ছটাক দধি ঘোল দিয়া মিলাইয়া জ্বর থাকিলে জল দিয়া মিলাইয়া নেকড়া দিয়া ছাকিয়া পরিষ্কার অংশ সমস্ত ১দিনে একবারে খাইবে। এরূপ ২।৩ দিন খাইবে। সন্ন্যাসিদত্ত মহৌষধ।

২। লোদের ছালের গুঁড়া যতটুকু, ইক্ষুগুড় ততটুক মিলাইয়া /০ আনা পরিমাণ বড়ি। খুব বেশী হইলে রোজ তিন বার, ২।৩ দিন সেবনেই রক্তামাশয় ভাল হইবে। বিশেষ পরীক্ষিত সন্ন্যাসিদত্ত।

সাতিয়া মোড়াধিকারে।

১। পাথর চূণার পাতার রস ২॥ তোলা, গোলমরিচ ৩।৪টা, শ্বেত আকনের পুষ্পের পাপড়ি ৩।৪ টা, সৈন্ধব লবণ ।০ আনা একত্রে পেষণ করিয়া একবারে সমস্ত সেবন করিবে। এইরূপ ৩।৪ বার সেবন করিবে।

গরল ভক্ষণাধিকারে।

১। ২॥টী গোলমরিচ কাঁচা হরিদ্রা ও কালা-ধুতরার মূলের সহিত খাইবে।

২। লঙ্কা মরিচের পাতা লবণ দ্বারা ঘসিয়া লাগাইবে। ইহাতে কোন স্থানে গরল লাগিলে ভাল হয়।

৩। পিঠা কড়ার ছাল লবণ দ্বারা রগড়াইয়া লাগাইবে। ইহাতে কোন স্থানে মীরাবিষ লাগিলে তাহার শান্তি হইবে।

অর্শাধিকারে।

১। আমরুলির রস /০ ছটাক ও ইক্ষুচিনি ২ তোলা দুই বেলা ঐরূপ সেবন করিলে অর্শের রক্ত পড়া শান্তি হয়।

২। পুরাতন কাফিলার ছালের রস ২ তোলা, চিনি ২, চাউল ধৌত করা জল ২ তোলা একত্র খাইবে। পরে পশুতি ভাতের জল খাইবে। (ক) পরে ডালিম গাছের পর সরিষার ডাল হাতে বান্ধিবে। (খ) শিয়াল বাথুয়ার পাতার রস /৶ পোয়া ছাপ চিনি দ্বারা সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে ৭ দিন সেবন করিলে অর্শরোগ ভাল হইবে।

৩। থানকুনির রস পূর্ব্বদিন সন্ধ্যাকালে করিয়া রাখিবে। পরদিন প্রাতে বিছানায় থাকিতে ঐ রসদ্বারা হস্ত পদের সমস্ত নখ ভিজাইয়া শুখাইলে পরে হাত পা ধুইবে।

৪। পুরাতন আমের আঠী ।০ আনা, মৌরী ।০ আনা, শ্বেত-ধূপ ।০ আনা, আমলকী ।০, বেল শুঁঠী ।০ আনা, চিনি ।০ আনা। ৪ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিয়া সেব্য।

৫। সেফালিকা বৃক্ষের মূল ।• আনা জল দিয়া বাটিয়া প্রত্যেক দিন ঐ পরিমাণে ৩ দিন সেবন করিবে। অর্শের রক্ত নিবারণের ঔষধ।

৬। পিপ্পলীঞ্চ হরিদ্রাঞ্চ গোমূত্রেণ সমন্বিতাং।
প্রক্ষেপয়েদ্ গুদদ্বারে অর্শাংসি বিনিবারয়েৎ॥

অর্থাৎ

পিপ্পলি, হরিদ্রা গোমূত্রের সহিত বাটিয়া মলদ্বারে প্রলেপ দিলে অর্শ দোষ নিবারণ হয়।

৭। অভয়ানবনীতঞ্চ শর্করাপিপ্পলীযুতং।
পানাদর্শো হরেৎ রোগং নাত্র কার্য্যা বিচারণা॥

অর্থাৎ

হরীতকী, মাখম, ইক্ষুচিনি, পিপ্পলী একত্র করিয়া পান করিলে অর্শরোগ বিনষ্ট হয়।

৮। বিরঙ্গ ২ তোলা, কবাব চিনি ২ তোলা, ২১টী কুমাড়িয়ার আগা জল দ্বারা বাটিয়া ৴৹ আনা প্রমাণ বড়ি। দুই বেলা ২টী সেব্য। পরীক্ষিত ঔষধ।

ভগন্দরাধিকারে।

১। দন্তীমূলং হরিদ্রাচ কেতকী তস্য লেপনাৎ।
ভগন্দরবিনাশঃ স্যাদেষাং যোগবিধানতঃ।

দন্তীমূল, হরিদ্রা এবং কেতকী একত্রে বাটিয়া প্রলেপ দিলে ভগন্দর বিনষ্ট হয়।

ছারপোকা দূর করিবার ঔষধ।

১। সোমরাজি গাছের পাতা দ্বারা সলিতা করিয়া ঘরে প্রদীপ জ্বালিতে হয়।

২। আকন্দ তুলা লইয়া বাতি জ্বালিয়া তাহা গৃহদ্বারে রাখিতে হয়।

৩। সোণালুর ফল খট্টের একদিকে বান্ধিয়া রাখিলে ছারপোকা ও উকুন উভয়েরই উপশম হয়।

ইন্দুর তাড়ানের ঔষধ।

১। আকন্দ পত্রে শ্বেত আকনের দুগ্ধ ও তিল ও মাষ কলাই চূর্ণ লিপিয়া ঘরে রাখিতে হয়।

২। মঘা নক্ষত্রে আকন্দগাছের মূল, শিকড় ও যষ্টিমধু শস্য ক্ষেত্রে রোপণ করিলে ক্ষেত্রস্থিত মূষিক দূর হয়।

৩। ছাগমূত্রে হরিতাল সিদ্ধ করিয়া বিড়ালের বিষ্ঠাতে লিপিয়া ঘরে রাখিলে মূষিক দূর হয়।

পাকাচুল কাল করার ঔষধ।

১। লৌহমল, জবাপুষ্প, আমলকী একত্রে পেষণ করিয়া তিন মাস কাল মস্তকে ব্যবহার।

লোমনিপাতের ঔষধ।

১। পলাশ কাষ্ঠের ভস্ম ও হরিতাল একত্র উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া তাহার সহিত কদলী রস মিলাইয়া লোমস্থানে প্রলেপ।

২। সুপারী বৃক্ষের পত্রের রসের সহিত গন্ধক পেষণ করিয়া গাত্রে লেপ দিলে তৎক্ষণাৎ লোম সকল পতিত হয়।

পাগল শৃগাল কুক্কুরে দংশন করিলে তাহার ঔষধ।

১। ২১ টী শিমুলের বিচি ও কিছু ইক্ষুগুড় একত্র করিয়া বটী প্রস্তুত করিয়া প্রাতে ভক্ষণ।

২। কনক ধুতুরার পাতার রস / ছটাক, ইক্ষুচিনি / ছটাক, ঘৃত / ছটাক, একত্র মিশ্রিত করিয়া প্রাতে পেয়। ইহাতে অত্যন্ত নেশা ও মস্তিষ্কের বিপ্লব হয়। প্রায় ৮।৯ ঘণ্টা নেশা থাকে। ক্ষুধা পাইলে ডাবের জল ও পশুতির জল সেদিন বৈকালে আহার করিবে। বিশেষ পরীক্ষিত।

৩। ধুতুরার পাতা ।০, ধুতুরার বিচি ।০ আনা, ইক্ষুগুড় ১ তোলা, টাট্কা গব্য ঘৃত ১ তোলা, একত্রে পেষণ করিয়া কামড়ানের ৭ দিন পরে পূর্ণবয়স্ক হইলে উপরোক্ত ঔষধ খাওয়াইবে, অন্যান্য বয়স্কের জন্য এই অনুপাতে অনুমান করিয়া সেবন করাইবে। উৎকৃষ্ট ঔষধ।

৪। একটী মাকড় ধরিয়া তাহার ঠেং ছিঁড়িয়া ফেলিয়া ঐ মাকড়টী একটী কলার ভিতরে ভরিয়া খাইলে পাগল কুকুরের দংশন-জনিত বিষ বিনষ্ট হয়।

৫। কাছলার ফুল ৫।৭ টী আতপ চাউল অল্প পরিমাণ একত্রে বাটিয়া পিঠলি করিবে। ক্ষত স্থান টিপিলে জল জল যে বস্তু বাহির হইবে, তাহা পিঠলিতে চুষিবে। এইরূপ ৩।৪ বার করিয়া ঐ পিঠলি খাওয়াইয়া দিবে। পরীক্ষিত ঔষধ।

সর্পাঘাতাধিকারে।

১। মিঠাকুমড়ার পাতার রস ও লাউ পাতার রস দ্বারা যে শিরায় কামড়াইবে, সেই শিরার উপর হইতে নীচের

দিকে মালিস করিবে এবং বান্ধ দিয়া ক্রমে ক্রমে নীচে আনিবে, ইহাতে সর্প বিষ নষ্ট হয়।

২। ময়না গাছের রস /০ ছটাক খাওয়াইতে হইবে এবং কান্দালিয়া পাতার (কানাইলতার পাতার) রস ঘা মুখে লাগাইতে হইবে। পরীক্ষিত।

৩। ময়না কাঁটা গাছের ছাল ও মূলের আত্মরস লইয়া তাহা নাসিকায় ও কর্ণে খুব ফু দিয়া ব্রহ্মরন্ধ্রে মাথার তালুতে প্রবেশ করাইবে। ইহা মৃতবৎ অবস্থায় ব্যবহার করিলেও রোগী ভাল হইবে। সন্ন্যাসী বলিয়াছেন, মৃতবদবস্থায় তাঁহার পরীক্ষিত।

৪। জয়পালের গোটার মধ্যের শাস আস্তে আস্তে চন্দনের ন্যায় ঘসিয়া চক্ষের মধ্যের কাল অংশে প্রলেপ দিতে হইবে। প্রলেপে চক্ষুর রাজা জলবৎ তরল হইবে, সুতরাং হাত বন্ধ করিয়া রাখিবে, যেন রোগী হুস হইয়া চক্ষু না কচলায়। চক্ষু কচলাইলে চক্ষুর-তারা একেবারে গলিয়া যাইবে। আস্তে আস্তে জল দিয়া প্রলেপ উঠাইবে। ইহাতে সর্পাঘাতে মৃতপ্রায় মানুষ জীবিত হয়। সন্ন্যাসী বলিয়াছেন, ২।৩ দিন মৃতাবস্থার ন্যায় রোগীকে আরোগ্য করিয়াছেন।

বৃশ্চিক, চেলা এবং বোলতা দংশন-জনিত বিষের ঔষধ।

১। বৃশ্চিকে দংশন করিলে তৎক্ষণাৎ এক গ্লাস শীতল জল সেবন করিলে ভাল হয়। পরীক্ষিত উৎকৃষ্ট ঔষধ।

২। চেলায় (বিছায়) আল্ দিলে (হুল ফুটাইলে) তেলা-কচুর পাতার রস দিবে। বিশেষ পরীক্ষিত চমৎকার ঔষধ। শীতল জল সেবনেও উপকার হয়।

৩। বোলতায় দংশন করিলে, দংশিত স্থানে তৎক্ষণাৎ হুকার জল দিলে আরোগ্য হয়।

সর্ব্বব্যাধি বিনাশক।

১। ভৃঙ্গরাজের রস ও গুলঞ্চের রস মিলিত করিয়া এক মাস পান করিলে সর্ব্বপ্রকার ব্যাধি বিনাশ হয়।

২। শ্বেতার্ক মূল ২ তোলা পরিমাণ দুগ্ধ সহিত কিছু কাল সেবনে সর্ব্বরোগ ভাল হয়।

বাত বিসর্পাধিকারে।

১। রক্ত চিতার মূল খুব নিফাস করিয়া বাটিবে এবং ঐ পরিমাণ লেয়াচুণ ছাকিয়া মিলাইয়া ব্রণ ও যতদূর ফুলা ও বিষ বোধ হয়, ততদূর প্রলেপ দিবে। তদুপরি কলার মাইজ পরে নেকড়া দিয়া বান্ধিবে। সন্ধ্যায় বান্ধিয়া প্রাতে খুলিবে। পাতাখানি পুড়িয়া যাইবে, ব্যারাম আরোগ্য হইবে। পরীক্ষিত চমৎকার ঔষধ।

প্লেগের ফুলাধিকারে।

১। মুসাব্বর (বানিয়াতি) ও জল একত্রে জ্বাল দিয়া গরম থাকিতে থাকিতে ফুলাস্থানে বারংবার প্রলেপ দিলে ফুলা ও বেদনা কমিয়া যায়। আদার রসও সঙ্গে দেওয়া যাইতে পারে।

শুভকর্ম্মাদির জন্য তান্ত্রিক প্রক্রিয়া, এবং অসীমবলশালী হওয়া, যোগী হওয়া ও সর্ব্বত্র জয়লাভ হওয়ার নানাবিধ তান্ত্রিক ঔষধ।

১। গন্ধক, হরিতাল ও গোচোনা, ও বিষ, এই সকল দ্রব্য অতি সূক্ষ্ম চূর্ণ করিয়া অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলে সমস্ত বিঘ্ন পলায়ন করে।

২। শরৎকালে, শুক্লপক্ষে, অষ্টমী তিথিতে, জ্যেষ্ঠা, অনুরাধা, উত্তরাষাঢ়া এবং রোহিণীনক্ষত্রে শান্তি কর্ম্ম করিবে।

৩। পুষ্যা নক্ষত্রে শ্বেত আকন্দের মূল উদ্ধৃত করিয়া দক্ষিণ বাহুতে ধারণ করিলে তাহার সৌভাগ্য বৃদ্ধি হয়।

৪। শ্বেত অপরাজিতার মূল হস্তে ধারণ করিলে বল-শালী হয়।

৫। নারিকেলের মূল কৃষ্ণ চতুর্দ্দশীতে গ্রহণ করিয়া হস্তে ধারণ করিলে ব্যাঘ্রভয় দূর হয়।

৬। অশ্বিনী নক্ষত্রে বটের পরগাছা দুগ্ধের সহিত পান করিলে পুরুষ বলবান্ হয়।

৭। পুষ্যা নক্ষত্রে আকন্দের মূল উদ্ধৃত করিয়া গব্য দুগ্ধে পেষণ করিয়া সাত রাত্রি ভক্ষণ করিলে বৃদ্ধ ব্যক্তিও যুবা হয়।

৮। যাত্রাকালে দক্ষিণ নাসার বায়ু বহন হইলে দক্ষিণ চরণ অথবা বামনাসার প্রবাহিত হইলে বাম চরণ বাড়াইয়া স্বগৃহ হইতে বাহির হইবে, ইহাতে যাহা মনন করিয়া যাত্রা করা যায়, তাহাতে শুভ ফল হয়।

৯। সম্পদ্‌কার্য্যের যাত্রায় বাম নাসাপুটে স্বর বহিতে থাকিলে এবং ক্রূর কর্ম্মাদির যাত্রায় দক্ষিণ নাসাপুটে স্বর বহন সময় যাত্রা করিলে অভিপ্রেত কার্য্যের মঙ্গল হয়।

১০। যে দিকের নাসিকার বায়ু বহিতে থাকে, সেই দিকের করতল মুখদেশে স্পর্শ করিয়া প্রাতঃকালে শয্যা হইতে উঠিলে ইহাতে শুভ হয়।

১১। উভয় নাসিকার শ্বাস বহন কালে কোন কার্য্য করিবে না। নিষ্ফল হইবে।

১২। ভরণী কি পুষ্যা নক্ষত্রে চম্পক বৃক্ষের পরগাছা আহরণ করিয়া হস্তে ধারণ করিলে রাজা বশীভূত হয়।

১৩। দাড়িম্বের মূল দুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া পাক করিবে। ঋতুকালে ঐ ঔষধ পান করিয়া পতিসহবাস করিলে দীর্ঘায়ুঃ পুত্র প্রসব হয়।

১৪। আর্দ্রা নক্ষত্রে বটগাছের পরগাছা আনিয়া হস্তে বন্ধন করিলে সর্ব্বত্র জয়লাভ হয়।

১৫। নির্গুণ্ডী মূলমুদ্ধৃত্য গৃহেচ ধারয়েদ্‌বুধঃ।
নশ্যন্তি সর্ব্ববিঘ্নানি গৃহে নাগাশ্চ সর্ব্বশঃ॥

অর্থাৎ

নিশিন্ধার মূল উঠাইয়া বিজ্ঞব্যক্তিগণ গৃহে ধারণ করিবেন। তাহাতে নানা ভয় ইত্যাদি গৃহের সমস্ত বিঘ্ন দূর হয়।

১৬। শ্বেতার্ক মূলকং হস্তে বদ্ধা দেশান্তরং ব্রজেৎ,
ভূতাঃ প্রেতাঃ পিশাচাদ্যা ডাকিন্যো গুহ্যকা তথা,
দৃষ্টি মাত্রাৎ পলায়ন্তে শ্বেতার্কস্ত প্রসাদতঃ।

অর্থাৎ

শ্বেত আকনের মূল হস্তে ধারণ করিয়া ভ্রমণ করিলে ভূতাদি বিঘ্ন তাহার নিকট হইতে পলায়ন করে।

১৭। শ্বেতার্কং গোরোচনয়া গোঘৃতেন চ পেষয়েৎ,
ললাটে তিলকং কৃত্বা ত্রৈলোক্যং বশমানয়েৎ।

অর্থাৎ

শ্বেত আকন গোচোনায় এবং গব্য ঘৃতে ঘর্ষণ করিয়া ললাটে তিলক ধারণ করিলে ত্রিলোক বশীভূত হয়।

১৮। শ্বেতার্কস্য দলঞ্চৈব চন্দনেনৈব পেষয়েৎ।
এতদ্বরাঙ্গনা দত্বা কিন্নরী ভবতি ধ্রুবং॥

অর্থাৎ

শ্বেত আকনের পাতা চন্দনের সহিত বাটিয়া ধারণ করিলে নারীগণ কিন্নরীর ন্যায় হয়।

১৯। পুষ্যার্ক দিবসে সৌম্যে প্রাতঃ শ্বেতপুনর্নবাং
সমূলপত্রং সংগৃহ্য শ্লক্ষ্ণ চূর্ণানি কারয়েৎ॥
মর্দ্দয়িত্বা ততঃ পশ্চাদ্ ঘৃতেন মধুনা সহ।
ভাণ্ডেন স্থাপয়েদ্ যত্নাদ্ যথা রক্ষা করস্তথা॥
তত্র মাসান্তরে দেবি চম্পককুসুমান্বিতং।
বসন্তসময়ে চৈব শুচির্ভূত্বা সমাহিতঃ॥
মাসমেকং ভবেৎ সত্যং মলমূত্রং সুগন্ধিকং।
আনিকেশোপমদেহো গৌরদেহো ভবেত্তদা॥
বৃহস্পতি সমোবাগ্মী জীবেৎ পঞ্চশতাব্দীকং।
নাস্তিতুল্যসমংকল্পংকথিতঞ্চপুনর্নবাং॥
স্থির বায়ুর্ভবেদ্দেহে সেবনাৎ কল্পমুত্তমং।

অর্থাৎ

মহাদেব দেবীকে বলিয়াছেন যে, রবিবার প্রাতঃকালে পুষ্যানক্ষত্রে শ্বেত পুনর্নবার পত্র ও মূলগ্রহণপূর্ব্বকসূক্ষ্ম-

চূর্ণ করনান্তর ঘৃত এবং মধুর সহিত মর্দ্দন করিয়া একটী পাত্রে রাখিয়া দিবে। তৎপর একমাস পরে চাঁপাফুল দ্বারা পবিত্রভাবে বসন্তকালে সেবন করিবে, একমাস ব্যবহার করিলে মলমূত্র সুগন্ধযুক্ত হইবে, দেহ কান্তিযুক্ত ও গৌরবর্ণ হইবে, বৃহস্পতির সমান জ্ঞানী ও বক্তা এবং বহুকাল জীবিত থাকিবে। ইহা সেবনে শরীরে স্থির বায়ু থাকে। এইটী অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। পূর্ণবয়স্কের জন্য ।০ আনা পরিমাণ প্রতিদিন সেব্য।

অথ নির্গুণ্ডী কল্ক।

২০। শুভদিনে নিশিন্ধার মূল উদ্ধৃত করিয়া সূক্ষ্ম চূর্ণ করিবে, এই চূর্ণ ১৮ পল, ঘৃত ১২ পল, মধু ১৬ পল, একত্র বিধি পূর্ব্বক মিশ্রিত করিবে। এই মিশ্রিত ঔষধ একমাস পর্য্যন্ত ঘৃতাদি স্নিগ্ধ ভাণ্ডে স্থাপন করিয়া ধান্য রাশিতে রাখিবে। একমাস পরে এই ঔষধ উদ্ধৃত করিয়া তৎপর শুচিপূর্ব্বক প্রতিদিন অর্দ্ধ তোলা পরিমাণে এই ঔষধ ভক্ষণ করিতে হইবে। ইহাতে স্কন্ধ, নেত্র ও গাত্র বলিষ্ঠ হয়। বলি পলিতাদির বিনাশ হইয়া মনুষ্য দীর্ঘ জীবন লাভ করে। শুক্র অক্ষয় হয়। এই ঔষধ সেবনে ইচ্ছানুরূপ ভোজন করিতে পারে। তাহার শরীর অগ্নি রৌদ্রাদির তাপে বাধা জন্মাইতে পারে না। (একপল—৮ তোলা)

২১। নির্গুণ্ডী চূর্ণমাদায় ঘৃতেন সহ ভক্ষয়েৎ
কৃশস্তু দুর্ব্বলোবাপি বলবীর্য্যান্বিতো ভবেৎ।

অর্থাৎ

নিশিন্ধার চূর্ণ করিয়া ঘৃতের সহিত ভক্ষণ করিলে কৃশ ও দুর্ব্বল ব্যক্তিও বলশালী হয়।

২৪। নির্গুণ্ডী চূর্ণমাদায় পিবেৎ দুগ্ধেন বারিণা।
সপ্তরাত্র প্রয়োগেণ কিন্নরৈঃ সহ গীয়তে ॥

অর্থাৎ

নিসিন্ধার চূর্ণ করিয়া গরম জল দ্বারা সাত রাত্রি সেবন করিলে সে কিন্নরতুল্য হয়।

শ্বেতার্ক কল্কঃ।

২৩। অথেদানীং প্রবক্ষ্যামি শ্বেতার্ক কল্কমুত্তমং।
অস্য মাহাত্ম্যবিস্তারং শৃণুষ্ব কমলাননে ॥
শ্বেতার্ক মূলমুদ্ধৃত্য চূর্ণং কৃত্বা প্রযত্নতঃ।
আদৌ সূর্য্যং নমস্কৃত্য বিধিবৎ পূজয়েত্ততঃ ॥
প্রাতরুত্থায় জীর্ণান্তে গবাং ক্ষীরেণ সংপিবেৎ।
ভবেৎ শ্রুতিধরোধীরো বলিপলিতবর্জ্জিতঃ ॥
কামদেবস্য সদৃশঃ সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদঃ।
মাসমাত্রপ্রয়োগেণ জীবেদ্বর্ষশতত্রয়ং ॥
সর্ব্বরোগ বিনির্মুক্তো নরোনাগবলোপমঃ।

অর্থাৎ

মহাদেব দেবীকে বলিয়াছেন, শ্বেত আকনের মূল উঠাইয়া যত্নের সহিত চূর্ণ করিবে, তৎপর ঈশ্বরকে প্রণাম করিয়া আরাধনান্তর প্রাতরুত্থানপূর্ব্বক দুগ্ধের দ্বারা পান করিবে, ইহাতে মেধাশক্তি বৃদ্ধি ও স্থিরবুদ্ধি হইবে। এবং শরীরের চামড়ার শিথিলতা ঘুচিবে, রূপে কামদেবের ন্যায় হইবে, এবং সমস্ত শাস্ত্রে অধিকার জন্মিবে। এক মাস ভক্ষণ করিলেই দীর্ঘায়ু লাভ করিবে। সর্ব্ব রোগ উপশম হইবে এবং অপরিসীম বলশালী হইবে। পরিমাণ পূর্ণ বয়স্কের জন্য ।০ আনা।

হরীতকী কল্প।

৩২৪। হরীতকী শরৎকালে শর্করার সহিত ; হেমন্তে শুণ্ঠীর সহিত, শিশিরে পিপ্পলীর সহিত ; বসন্তে মধুর সহিত ; গ্রীষ্মে ইক্ষুগুড়ের সহিত ; বর্ষায় সৈন্ধব লবণ সহিত ভক্ষণ করিলে তাহার বলবীর্য্যবৃদ্ধি হয়। সর্ব্বদা শরীরে আরোগ্য ও স্থির যৌবন থাকে।

পুরুষত্ব বৃদ্ধি।

৩২৫। কালা তিল ও আমলকী সমভাগে চূর্ণ করিয়া সায়ংকালে ||০ তোলা পরিমাণ ৫।৭ দিবস সেবন করিবেক।

বীর্য্যমোদক ও পুষ্টিকর মন্মথ মোদক।

২৬। তেজমূলী, শতমূলী, ভূমিকুষ্মাণ্ড, অশ্বগন্ধা, গোধুম, শাল্মলী, কুটজ, গোক্ষুর, বালামূল, বানরীবীজ, কাকোনী, ক্ষীরকাকোনী, সমভাগে চূর্ণ। ৩ পল মহিষ দুগ্ধে বাটিয়া চিনী ১ পল মিশাইয়া ৩ সপ্তাহ ভক্ষণ। অনুপান মুথার ক্ষীর, পথ্য পক্ষিমাংস। এই ঔষধ অতিশয় তেজস্কর ॥

স্মৃতিশক্তি বর্দ্ধক।

২৭। অপাঙ্গ, বচ, শুণ্ঠী, বিড়ঙ্গ, শলুফা, শতমূলী, গুরুচি, হরীতকী, এই সকল সমভাগে চূর্ণ। ঘৃত দ্বারা ২ তোলা পরিমাণ ভক্ষণ।

অতিশয় মেধাবৃদ্ধি।

২৮। অশ্বগন্ধা, যমানি, নিমুখা, কুড়, ত্রিকটু, সলুফা, শুণ্ঠী, সৈন্ধব, এই সকল সমভাগে লইবে এবং ইহাদের অৰ্দ্ধ পরিমাণ বচ লইবে। এই সমুদায় একত্র চূর্ণ করতঃ উক্ত চূর্ণ ২ তোলা পরিমাণে মধু ও ঘৃতের সহিত ভক্ষণ করিবে। এই ঔষধ জীর্ণান্তে দুগ্ধ পান করিবে। ইহা সেবনে সহস্র সহস্র গ্রন্থ মুখস্ত করা যায়।

বলকারক ঔষধ।

২৯। আমলকী চূর্ণ, শর্করা ও ঘৃত মিশাইয়া, রাত্রির প্রথম ভাগে মধুর সহিত লেহন করিয়া সেবন করিবে। এই ঔষধ সেবনে বৃদ্ধও যুবা হয়।

(আমলকীর আত্মরসে ভাবনা দিয়া লইবেক)

চন্দ্রবৃদ্ধির ঔষধ।

৩০। ছোট পেঁয়াজ কতকটী পূর্ব্বদিন ভিজাইয়া পর দিন চিনী দ্বারা খাইবে।

৩১। অপামার্গের মুল, জিকার মূল, পানের সহিত খাইবে।

মহাবলী হওয়া।

৩২। পুষ্যা নক্ষত্রে শ্বেত আকন্দের মূল উদ্ধৃত করিয়া গব্য দুগ্ধে পেষণ করিবে। এই ঔষধ সপ্তাহ ভক্ষণ করিলে বৃদ্ধও যুবা হয়।

৩৩। পিপ্পলী ও সৈন্ধব লবণের সহিত ছাগ মাংস ঘৃত ও দুগ্ধে সিদ্ধ করিয়া ভক্ষণ করিতে হয়।

৩৪। ভূমিকুষ্মাণ্ডের ফল ও মূল চূর্ণ করিয়া ২ তোলা পরিমাণে ঘৃত ও দুগ্ধের সহিত ভক্ষণ করিলে বৃদ্ধ ব্যক্তিও যুবার ন্যায় হয়॥

৩৫। রক্তচিত্রং পলঞ্চৈব বিড়ঙ্গঞ্চ গুড়স্তথা,
এতানি সমতাং কুর্য্যাৎ পিষ্ট্বাচ বটিকাঞ্চরেৎ,
ভৃঙ্গরাজরসেনৈব মর্দ্দয়েত্তু দিনত্রয়ং,
একৈক দিবসে তস্য একৈকাং ভক্ষয়েদ্বটীং।
মাসৈকে ব্যাধি নাশশ্চ, শ্লীপদঞ্চ চতুর্থকে,
তথৈব গলগণ্ডঞ্চ কোষবৃত্তিঞ্চ নাশয়েৎ,
বলপুষ্টি প্রদা দেবি ষন্মাসে কুঞ্জরোপমঃ,
দ্বিমাসে কান্তিবৃদ্ধিঃ স্যাৎ কুষ্ঠং হন্তি ত্রিমাসকে,
বৃহস্পতিসমোবিদ্বান্ ষন্মাসেন ভবিষ্যতি,
মম তুল্যো ভবেদ্‌যোগী সংবৎসরঞ্চ ভক্ষণাৎ।

অর্থাৎ

রক্ত চিতার মূল চূর্ণ ৮ তোলা, বিড়ঙ্গ চূর্ণ ৮ তোলা, পুরাতন গুড় ৮ তোলা, একত্র করিয়া ভৃঙ্গরাজের আত্মরসে ৩ দিবস বাটিয়া ৩ দিবস রৌদ্রে ভাবনা দিতে হইবে। তৎপর ৬ রতি পরিমাণ বটিকা প্রস্তুত করিয়া রোজ একটী বটী সেব্য। একমাস ব্যবহারে রক্ত পরিষ্কার হইয়া সাধারণ ব্যাধি দূর হইবে। চারি মাস ব্যবহারে গোদ, কুড়ণ্ড, গলগণ্ড নষ্ট হইবে। ছয় মাস ব্যবহারে হাতীর ন্যায় বল ও পুষ্টি লাভ করিবে এবং বৃহস্পতির ন্যায় মস্তিষ্ক হইবে। দুই মাস ব্যবহার করিলেই কান্তি বৃদ্ধি হইবে। তিন মাসে কুষ্ঠ বিনাশ হইবে। মহাদেব দেবীকে বলিয়াছেন যে, একবৎসর

ব্যবহার করিলে আমার ন্যায় মস্তিষ্ক লাভ করিয়া যোগলাভ করিতে পারিবে। বিশেষ পরীক্ষিত উৎকৃষ্ট ঔষধ।

৩৬। নিম্বকাষ্ঠ ও মধু একত্রিত করিয়া অঙ্গে ধূম দান করিলে নারী ভাগ্যবতী হয় ও তাহার পতি দাসতুল্য হইয়া থাকে।

স্বপ্নে বিভীষিকাদর্শন, প্রলাপবকন, কি উঠিয়া দৌড় দিলে তাহার ঔষধ।

১। ওরফুল ২ তোলা, বয়ড়া বাঁশের গোড়ায় বেঙ্গের ছাতির ন্যায় যে ভূঁইফোড় হয়, তাহা ছেঁচিয়া স্নানের পর একবার ২০ ঘণ্টা পর্য্যন্ত মাথায় পট্টী দিবে। এক দিনে উক্ত রোগ আরোগ্য হইবে।

তান্ত্রিক মতে নানা রকম বাজী করার ঔষধ।

১। পেচকের মাথার খুলিতে ঘৃত দ্বারা কজ্জল করিবে। ঐ কজ্জলে নেত্রাঞ্জন করিলে অন্ধকার রাত্রে আলোর সাহায্য ব্যতিরেকেও পড়িতে পারা যায়।

২। সিন্দূর, গন্ধক, হরিতাল,মনঃশিলা সমভাগে পেষণ করিয়া একখণ্ড বস্ত্রে লেপন করিয়া মস্তকে ধারণ করিলে সমস্ত জগৎ অগ্নিময় দৃষ্ট হয়।

৩। আকন্দের ক্ষীর, বটের ক্ষীর, ডুমুরের ক্ষীর একত্রে কোন পাত্রের মধ্যে লেপন করিলে সেই পাত্রে জল পূর্ণ করিলে দুগ্ধ হয়।

৩৪। আকোড় ফলের তৈল অঙ্গে লেপন করিলে রাক্ষসাকৃতি হইতে পারে। তাহাকে দেখিলে মনুষ্য পশু পক্ষী সকলে ভয় পায়।

৩৫। আকোড় ফলের তৈলে প্রদীপ জ্বালিলে খেচর ভূতযোনি সকল পৃথিবীতে দৃষ্ট হয়।

৩৬। কোন একটী মৃত মৎস্যের সর্ব্ব শরীরে ভেলার তৈল মাখাইয়া জলে দিলে জীবিত হয়।

৩৭। ঘৃতকুমারীর রস হস্তে লেপন করিলে অঙ্গার ও তপ্ত লৌহ ধরিলেও তাহার হস্ত দগ্ধ হয় না।

৩৮। হস্তে সুদর্শনা মূল বন্ধন করিলে অগ্নি স্তম্ভন হয়।

৩৯। ছলঙ্গ লেবুর বীজের তৈল গ্রহণ করিয়া তদ্দ্বারা তাম্র পাত্রে লেপন করিয়া মধ্যাহ্ন সময় ঐ তাম্রপাত্রে দৃষ্টি করিলে রথের সহিত সূর্য্যমূর্ত্তি দৃষ্টি হয়।

এক বৎসর দুগ্ধ ভাল রাখার উপায়।

১। দুগ্ধ দোহন করিয়াই গরম থাকিতে থাকিতে বড় মুখের শুখনা একটী বোতলে কাক বন্ধ করিয়া পিত্তল কি লোহার গুণা দিয়া বান্ধিয়া একটা বড় হাঁড়ী বা কড়াতে খড় পাতিয়া এবং বোতলের পার্শ্বে পার্শ্বে খড় দিয়া ও ঠাণ্ডা জল দিয়া জ্বাল দিবে। জল ফুটিলে অগ্নি নির্ব্বাণ করিয়া শীতল হইতে দিবে,তৎপর বোতল নেকড়া দিয়া মুছিয়া কোন বাক্সে করাতের গুঁড়া কি খড় দিয়া ঢাকিয়া মুখ বন্ধ করিয়া রাখিবে। এরূপ প্রক্রিয়া করিলে দুগ্ধ ১ বৎসর টাটকা রাখা যায়।

হংসাদির ডিম্ব অনেক মাস ভাল রাখা যায়।

ডিম্বগুলিতে ভালরূপ চূণ মাখিয়া রাখিতে হয়।

অনাহার বিধি।

১। পদ্মবীজ ছাগ দুগ্ধে পেষণ করিয়া ঘৃত ও দুগ্ধের সহিত পরমান্ন পাক করিবে। এই পরমান্ন ভোজন করিলে দ্বাদশ দিবস অনাহারে থাকিতে পারে। অনাহার জন্য কোন কষ্ট বোধ হয় না।

২। অপামার্গের বীজ ছাগদুগ্ধে পেষণ করিয়া ঘৃতের সহিত পরমান্ন পাক করিয়া এই পরমান্ন ভোজন করিলে একমাস অনাহারে থাকিতে পারে।

৩। পদ্মবীজ, অপামার্গের বীজ, তুলসীর বীজ, এবং আমলকী বীজ সমভাগে চূর্ণ করিয়া ঐ চূর্ণ লইয়া বটিকা করিবে। এই বটিকা সেবন করিয়া দুগ্ধ পান করিবে। ইহাতে ক্ষুধা ও পিপাসা বিনাশ পায়।

অত্যাহার বিধি।

১। ধাতকী বৃক্ষের পত্র ও মিছরী একপল অর্থাৎ ৮ তোলা পরিমাণে লইয়া ঘৃতের সহিত ভোজন করিলে মনুষ্য ভীমের ন্যায় ভোজন করিতে পারে।

২। কৃকলাসের অধর শিখা স্থানে ধারণ করিলে মনুষ্য হনুমানের ন্যায় ভোজন করিতে পারে।

৩। লৌহ, রসসিন্দূর, জাতিফল সমান পরিমাণ আদার রস দিয়া বাটিয়া মটর প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিয়া মধু অনুপান দ্বারা সেবন করিলে তীক্ষ্ণ ক্ষুধা জন্মে।